www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

উত্তপ্ত সিরিয়া

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভ কামনা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ৯ পৌষ – ১৫ পৌষ, ১৪২২ ঃ ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ – ১ জানুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 9, 26 December, 2015 - 1 January, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অরুণ জেটলি ও বিজেপির রক্তচাপ বাড়িয়ে সোচ্চার হয়েছেন দলেরই সাংসদ কীর্তি আজাদ। কাঠগড়ায় তুলেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে। সতর্কতা সত্ত্বেও চুপ করতে রাজি নন কীর্তি। ফলে সাসপেন্ড হতে হয়েছে তাকে। দলের কাছে চেয়েছেন সাসপেন্ডের ব্যাখ্যা। বিতর্ক আরও ঘোরালো হচ্ছে।

রবিবার : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সহজেই জামিন পেয়ে সোনিয়া–রাহুল একে রাজনৈতিক জয় হিসাবে কাজে লাগালেন। বিষেদগার করলেন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি। ভাবটা এমন যেন নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু একবারও হেরাল্ড বিষয়ে সত্যিটা কি তা নিয়ে মুখ খুললেন না। শুধু নিজেদের কালিমায় লিপ্ত করলেন ঐতিহ্যশালী কংগ্রেস দলটাকেও।

সোমবার : ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। মদের দোকানগুলি বদলে দিচ্ছেন দুধের দোকানে। আগে মদ নিষিদ্ধ করেছেন বিহারে। সমাজবিদদের মতে রোজগারের লোভ এড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত নীতিশকে ইতিহাসে স্থান করে দেবে। বদলে যাবে বিহারের সমাজ জীবনও।

মঙ্গলবার : বজ্র আইনের ফস্কা গেরোয় জঘন্য অপরাধী হয়েও ছাড়া পেয়ে গেল নাবালক হওয়ার সুবাদে। দেশ জুড়ে আইন সংশোধনের দাবি উঠেছে। নির্ভয়ার মা নিজে এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। অবশেষে অবশ্য সাংসদদের সমর্থনে পাশ হয়েছে সংশোধিত জুলেভাইন জাস্টিস অ্যাক্ট। এই আইনে অপরাধী নাবালকের বয়স হয়েছে মোট ১৬। নির্ভয়ার মা সত্যি কি স্বস্তি পেলেন?

বুধবার : কলকাতা শহরে পার্কিং ফি নিয়ে দুর্নীতির অন্ত নেই। পুরসভা এ ব্যাপারে সংস্থা নির্বাচিত করে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়েই খালাস। এরা কিভাবে শহরবাসীর উপর অত্যাচার করে, জোর জুলুম চালায় তা দেখার লোক নেই পুরসভায়। ফলে প্রতিদিন ঝগড়া,মারামারি,হাতাহাতি চলছেই।

বৃহস্পতিবার : অবশেষে আইনি বৈধতা পেল চিটফান্ড বিল। সায় দিলেন রাষ্ট্রপতি। এক গন্ডা চিট ফান্ড নিয়ে সোরগোল, ধরপাকড় হলেও আড়ালে আবডালে চিটফান্ড এখনও গজিয়ে উঠছে। নতুন আইন এইসব আগাছাকে নির্মূল করতে পারে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। তবে এর জন্য চাই মানুষের সদিচ্ছা এবং আইন রক্ষকদের সক্রিয়তা।

শুক্রবার : যেই যায় ক্ষমতায় সেই হল দখলদার। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এমনকি আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও দখলদারি উচ্ছেদ এ শহরের এক পুরনো রোগ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই জড়িয়ে থাকে শাসক দল। পরিবর্তনের পরেও পরিস্থিতি, মনোভাব যে এক চুলও বদলায় নি তা দেখাল নাকতলা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কাকদ্বীপের মর্গ হয়েও হল না, ব্যর্থতার আধারে পর্যবসিত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

বাপন মন্ডল

রাজ্য সরকার যতগুলি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল হওয়ার কথা ঘোষণা করে ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হল কাকদ্বীপ মহকুমার হাসপাতালটি। বহু দিন আগে এই হাসপাতালের কাজ শুরু হলেও এখনো তা সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়নি। তার মধ্যে মর্গ তৈরিতে খরচ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। দেড় বছর আগে এই মর্গ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু মর্গের এসি মেশিনসহ যাবতীয় বিদ্যুতের কাজ নিয়ে গড়িমসির জন্য তা এখন চালুই হল না।

ফলে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল যেমন পাথরপ্রতিমা, নামখানা, মৌসুমি, সাগর সহ জি–প্লট, ঘড়ামারার বিভিন্ন এলাকার মানুষকে 'ময়না তদন্তের' জন্য হয়রানি হতে হয়। আগের মতোই ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের মর্গে যেতে হয় মৃতদেহ কাটাছেঁড়ার জন্য। আবার দুপুরের পর গেলে সেই দিন আর হয় না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন ও স্বাস্থ বিভাগের এ নিয়ে কোন নজরদারি নেই। তাই কাকদ্বীপ মর্গের কাজ শেষ হলেও তা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের মধ্যে সেই মর্গের অবস্থা খুবই খারাপ। ময়না তদন্তের চিকিৎসকও মাত্র একজন। ফলে

কাকদ্বীপ হাসপাতাল –ফাইল চিত্র

কোনওদিন একের বেশি মৃতদেহ এলে তাকে হিম ঘরে রাখতে হয়। ফলে দাহ করার কাজও দেরি হয়। অপঘাতে মৃত্যু হলে কোন কোন সময় একদিনেরও বেশি কেটে যায় মৃতদেহ হাতে পেতে। তা নিয়ে কাকদ্বীপ মহকুমার এলাকাবাসী অনেক দিনই ফুঁসছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ২০১০ সালে। মুড়িগঙ্গা নদীতে তীর্থযাত্রীদের দুটি ভুটভুটি ডুবে গিয়ে মহিলা– পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে প্রায় ২৭০ জন মারা যান। মৃতদের সকলেই ছিলেন কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। সেই সময় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্ত বিলম্ব হওয়ায় মৃতদের পরিবার সোচ্চার হন। তাঁদের দাবি ছিল কাকদ্বীপে ময়না তদন্ত করতে হবে। সেই দাবি আদায়ের জন্য তারা দেড়দিন ধরে কাকদ্বীপের ১১৭ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ওই সময় রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওই আন্দোলন সমর্থনের জন্য কাকদ্বীপে গিয়েছিলেন। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে নিশ্চয়ই মর্গ করা হবে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে কাকদ্বীপে অস্থায়ী ভাবে ময়না তদন্তের জন্য ক্যাম্প করা হয়। একই ভাবে ২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মগরাহাটে বিষমদ কান্ডে মৃত ১৭৫ জনের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হয়েছিল প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত আলিপুর থেকে ময়না তদন্তের চিকিৎসক টিম এনে কাজ শেষ করা হয়। কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া কাকদ্বীপ কান্ড আবার মনে করিয়ে দিল সেই কথা।

প্রতিশ্রুতি মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কাকদ্বীপে মর্গ তৈরির উদ্যোগ নেন। কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের ভিতরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মর্গ তৈরি হয়। প্রায় দেড় বছর আগে তার কাজ শেষ করে পূর্ত দপ্তর। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, মর্গে যাওয়ার রাস্তা না থাকার জন্য ওই সময় চালু করা যচ্ছিল না। পরবর্তী সময়ে সেই রাস্তায় কাজও চালু করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় মর্গে এসে যাতে কেউ না দাঁড়িয়ে থাকে তার জন্য বসার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। গত দুমাস আগে আলিপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বৈঠকে জেলাশাসকের সামনে এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। বিলম্বের জন্য পূর্ত বিভাগের আধিকারিকদের একহাত নেন। জেলাশাসক পি বি সেলিম বিষয়টি জানতে চাইলে পূর্ত বিভাগের এক বাস্তকার বলেন, বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ বাকি আছে। এছাড়া যে মেশিন বসানো হয়েছে তা এতদিন পড়ে থাকায় সেভাবে কাজ করছে না। এসব শোনার পর জেলাশাসক স্বাস্থ্য তহবিল থেকে ওই টাকা পাশ করিয়ে দেন। তারপরেও বহু দিন কেটে গেছে কিন্তু পূর্ত দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। সুন্দবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা বলেন, এটা জানার পর ওই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তকারদের সতর্ক করা হয়েছে।

উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

দুই ২৪ পরগনা সীমান্তে জেহাদি সংগঠনের তৎপরতা

কুনাল মালিক

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানতে পেরেছে এ রাজ্যের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বিভিন্ন নিষিদ্ধ মৌলবাদী জেহাদি সংগঠন নদী বেষ্টিত সীমান্তবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে বিশেষভাবে টার্গেট করেছে। খাগড়াগড় কান্ডের পর এনআই তৎপর হতে এ রাজ্যে কিছুটা হলেও জঙ্গি কার্যকলাপ স্তিমিত হয়েছিল। আবার নতুন করে আইএস (ইসলামিক স্টেট) প্রভাবিত জঙ্গি সংগঠন জামাতে উল মুজাহিদিন (জুম) ও ইন্ডিয়া জুমাহিদিন ফের সক্রিয় হয়েছে। সূত্রের খবর তারা এরাজ্যে আত্মঘাতী জঙ্গি নাশকতাও ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের খবর এ রাজ্যের দুই ২৪ পরগনায় জেহাদি গোষ্ঠীতে ভর্তি করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ 'ড্রাইভ' দিচ্ছে জুম। সূত্রের খবর দুই ২৪ পরগনার অনেক যুবক ইতিমধ্যেই জেহাদি গোষ্ঠীতে নাম লিখিয়েছে। অনেককে আবার কান্ট্রিতে চাকরির নাম করে জেহাদি প্রশিক্ষণেও পাঠানো হয়েছে। জেহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে ওপার বাংলা থেকে দুই ২৪ পরগনায় জাল নোটের ব্যবসাও চলছে বলে সূত্রের খবর। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, বনগাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, মগরাহাট, দক্ষিণ শহরতলীর তপসিয়া, তিলজলা, মেটিয়াব্রুজ এলাকায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের লোকজনের আনাগোণা বাড়ছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর দুই ২৪ পরগনায় শাসক দলের ছত্রছায়ায় অনেকে আশ্রয় নিয়ে অনেকে দেশ বিরোধী জেহাদি কার্যকলাপে জড়িয়ে আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করছে। দুই ২৪ পরগনায় জঙ্গি নাশকতার যে জাল ছড়িয়েছে তার জন্য এ রাজ্যের গোয়েন্দা দফতর ও জেলা পুলিশের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্রের খবর দেশ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়াতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পৃথক ভাবে জেলা স্তর থেকে থানা স্তর পর্যন্ত বিশেষ টহলদারির ব্যবস্থা করেছে।

গত দেড় বছরে একাধিক জঙ্গি নাশকতামূলক কাজকর্ম রুখতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ তথা স্বরাষ্ট্র দফতর। গত ১৬ ডিসেম্বর বিধানসভার প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে এই অভিযোগ করেন বিজেপির বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, খাগড়াগড় সংক্রান্ত এনআই এর সাম্প্রতিক চার্জশিট থেকে গত ১৮ মাসে এ রাজ্যে একাধিক ঘটনায় জঙ্গিযোগ স্পষ্ট। নাশকতামূলক ঘটনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া চার জেলাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিধায়কের প্রশ্ন, এসব রুখতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে গোয়েন্দা দফতর? তাঁর কথায়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই নিষিদ্ধ সংগঠনগুলি নিজেদের সংগঠন বাড়াচ্ছে। ভিনদেশ থেকে টাকা আসছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাধিক মৌলবাদী সংগঠন। এতকিছুর পরও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর কি করছিল প্রশ্ন তোলেন শমীক ভট্টাচার্য।

সামনে ভোট আসছে লাগামহীন পুর বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। আর সেজন্য কলকাতাকে রাজ্যের উন্নয়নের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে কলকাতা তৃণমূলী পুর কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

শহরের যাবতীয় উন্নয়নের বকেয়া কাজ শেষ করতে চাইছে তৃণমূল পুর বোর্ড। বকেয়া কাজ শেষ করার লক্ষ্যে একদিকে যেমন টেন্ডার প্রক্রিয়া সরলীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তেমনই ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের পুরবাজেটের বিভিন্ন দফতরের মোট ব্যয়ের উপর এতদিন যে 'এমবার্গো' লাগু ছিল, তা–ও তুলে নেওয়া হবে। এ শহরের নির্বাচকদের মন পেতে সবচেয়ে বেশি শহরের রাস্তা, বস্তির ভিতরের রাস্তা, নিকাশি আর পরিস্রুত পানীয় জল এই তিনটি দফতরের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই তিন দফতরে ১০০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ ব্যয় হবে। বস্তি খাতে যে ৪০ শতাংশ এমবার্গো ছিল এতোদিন তার প্রায় পুরোটা তুলে নেওয়া হচ্ছে। মহানাগরিকের বক্তব্য, 'শহরের উন্নয়ন যে হচ্ছে তা বিরোধীরাও এখন বলছে। যেমন যেমন কাজ আসবে, তেমন কাজ হবে। কেউ সমস্যায় পড়লে আমার কাছে আসবেন। কলকাতা শহরে বছরভর নানা কাজ চলে। এখানে বিধানসভা নির্বাচন, সেটা যে কেউ যেভাবে খুশি ব্রাখ্যা করতে পারেন। তাতে পুরবোর্ডের কিছু আসে যায় না।' প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে বস্তি উন্নয়নের খাতে এখন পর্যন্ত ৪৮.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি বাজেটের যা ১৫.৯২ শতাংশ।

৩৫ বছর পর আবার

প্রিয়ম গুহ : বিকেল বা সন্ধ্যা মানেই এখন হয় কম্পিউটর গেমস বা ঘরে বসে ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটিং। এটা এখন বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেরই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বিকেলবেলায় পার্কে বা মাঠে ভিড় ক্রমশই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এই যান্ত্রিক অভ্যেসের বদল ঘটিয়ে সৃজনশীলতা জাগিয়ে তুলতে ৩৫ বছর পর ফের এই শীতের মরসুমকে সামনে রেখে প্রত্যাবর্তন ঘটল মাঠের মধ্যে নাটক। অর্থাৎ খোলামঞ্চে সামাজিক ঘটনা–

উপঘটনার প্রতিচ্ছবি। গত ১৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর লেকে বাদল সরকারের 'ভুল রাস্তা' নাটক দিয়ে যার সূচনা হল। এই মরসুমের প্রত্যেকটি শনিবার একটি করে নাটক উপস্থাপন করবে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা। এর মধ্যে থাকবে সংশোধনাগারের সদস্যদের অভিনীত নাটকও। এছাড়া থাকবে শিশুদের নাটকও। আর প্রত্যেক রবিবার একটি করে গানের ব্যান্ডের আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট্র (সিআইটি)–এর এস নন্দী , সিটিজেন অফ কলকাতার বকলমে এই পরিকল্পনার পিছনে আরও রয়েছেন মুদর পাথেরিয়া, সুমিত লাই রায় এবং আনন্দলাল। থিয়েটার @ দ্য লেকস হল এখন নাটকের একটি নতুন ঠিকানা। উদ্যোক্তারা প্রত্যেক শুক্রবার করে ট্যালেন্ট হান্ট–এর আয়োজনও করছেন।

আকাশ যুদ্ধ : সম্মুখ সমরে বেসামাল বুদ্ধিমানরা

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

পুরো আকাশটাই ছিল ওদের অধিকারে। নিজেদের বুদ্ধির জোরে সেখানে অধিকার জমিয়েছে মানুষ। সে রামায়নের যুগে পুষ্পক রথই হোক বা এখনকার বিমান। সম্মুখ সমর সেই থেকেই। নীল আকাশের গায়ে পক্ষীকূল ও বিমানের সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের ছিটে। পরিস্থিতি ক্রমশই চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ছোট্ট পাখি আর বিশাল উড়োজাহাজের সাথে ধাক্কা! ব্যাপারটা কিরকম বোকা বোকা মনে হচ্ছে না।

কিন্তু এই বোকাবোকা ব্যাপারটার জন্যই পৃথিবী জুড়ে এয়ারক্রাফট সারাতে খরচ হয় ১০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের ভারতে খরচ প্রায় ৫০ কোটি। অতএব ব্যাপারটা কিন্তু আমরা যতটা বোকাবোকা ভাবছি ততটা নয়।

সামান্য পাখির মল। উড়ো জাহাজের প্রধান উপকরণ অ্যালুমিনিয়ামকে ক্ষইয়ে দেয়।

শুধু দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়, ওড়ার সময় রানওয়েতে দৌড়বার সময়, বাতাসে ওড়ার সময় এমন কি ল্যান্ডিং করার সময়ও পাখির মলে ধাতব অ্যালুমিনিয়ামামের পাতগুলো ক্ষয়ে গিয়ে সামান্য ছাঁদাতেই প্রচণ্ড বায়ুর চাপে এয়ারক্রাফট ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মেকানিক্যাল ট্রাবল হতে পারে, সর্বোপরি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

তাছাড়া, বিমানের সঙ্গে পাখিদের ধাক্কা তো আছেই। শকুন, চিল, চড়ুই, পায়রা, সাঁরস, প্যাঁচা কি নয়! এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল গিয়ে শকুন ও একজাতীয় চিল।

দানা খায় যে সমস্ত পাখি তারা রানওয়েতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। ঝকঝকে আলোর সামনে বিমান বন্দর ও পোকামাকড়ের এক চৌম্বকীয় আকর্ষণ থাকে। আর সেই পোকা খাবার জন্য পাতাভুক পাখিরা অবশ্যই চড়াও হতে চায়।

আপনারা জানেন কিনা জানি না। আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট (আইএএ)–এর নিয়ম অনুযায়ী যে পথ দিয়ে উড়ান যাবে তার উপর পাখির কার্যকলাপের ওপর একটা রিপোর্টিং শিট দিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত ককপিটের কাজের চাপ তাদের সেটা করতে দেয় না। তারা দেখে কোন ধরণের পাখিরা কোন অঞ্চলে বেশি থাকে।

এটা আরও দরকার যখন বিমান ওড়ে ৯০০ থেকে ১০০০ কিমি প্রতি ঘন্টায়। যখন প্লেন ওড়ে তখন সাড়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ফলে এই ব্যাপারটার প্রতি নজর এড়িয়ে যায়। ঘটে দুর্ঘটনা।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো দ্রুতগতিসম্পন্ন প্লেন থেকে ধীরগতি সম্পন্ন প্লেন নিরাপদ। বিশালাকায় বোয়িং ৭৪৭ ধাক্কা মারার সম্ভাবনা বেশি। এয়ারবাস, বোয়িং, ফকার, এয়ারক্রাফট এদের কম বিপদ।

পাখিদের থেকে বিপদ কমাবার জন্য প্লেনগুলো অনেক রকম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে। যেমন লেজার টেকনিক,পাখিদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেজার টেকনিক, অ্যান্টি কলিশন লাইট, মাইক্রোওয়েভ রেডার আরও কত কি! আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ যেন মশা মারতে কামান দাগা! কিন্তু নিরাপত্তার জন্যই এটা অত্যন্ত জরুরি কাজ।

এছাড়াও বিমানবন্দরের চারপাশে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হয় যাতে পাখিরা ওখানে বাচ্চা বিয়োনো বা বাসা বানানো কিছুই না করতে পারে। ঘাসগুলোও ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হয় যাতে পোকামাকড়, পাখি ইঁদুর দূরে থাকে।

তবে যেটা সবচেয়ে কার্যকর সেটা হলো— বায়োলজিকাল বা মেকানিকাল স্টিমুলি ব্যবহার করে সামাল দেওয়া। যেমন ধরুন খাবার দেখলেই পালাবে গোছের। উদাহরণ –মেথিওক্র্যাব, ৩.৫ এক্সওয়াইএলওয়াইএল, এন–মিথাইল–কার্বামেট ইত্যাদি। আবার ওলফ্যাক্টরি রিপিলেন্ট আছে মানে হচ্ছে গন্ধ শুকলেই পালাবে গোছের। মেথানে বলস, বেঞ্জিন–হেক্সাক্লোরাইড, অডিটরি রিপিলেন্ট অর্থাৎ আওয়াজ শুনলেই পাখিদের পিলে চমকে যাবে গোছের। অপটিক রিপিলেন্ট চোখ দেখলেই ভয়ে একশা গোছের।

মানুষ–পক্ষী এই টক্করে প্রাণ যাচ্ছে বহু উড়ন্ত প্রাণীর। রক্তাক্ত হচ্ছে প্রকৃতি। মানুষ নিজের সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে প্রতিদিন মারছে শত শত পাখিকে। নিজেরাও বিপদের সম্মুখীন।

ফান্ডামেন্টালি সবল স্টকে নজর বিদেশিদের

মেপে কাজ করতে হবে নতুন বছরে

শুদ্ধাশিস গুহ

জীবনে লক্ষপতি কোটিপতি হতে কে না চায়? বিশেষ করে আজকের এই অগ্নিমূল্য জীবনে সাধারণ ছকবাঁধা রোজগারের বাইরে মানুষকে সমৃদ্ধ করতে পারে ভালো শেয়ার। এর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠে নামার প্রয়োজন নেই। ইউরোপ–আমেরিকা এবং এফআইআইরা ভারতের শেয়ার বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করেছে ২০১৫ সালে। সেইসব শেয়ার যার দাম অর্দ্ধেক কিংবা তার নিচে চলে এসেছে সেখানে ফান্ডামেন্টাল দেখে কিছু কিছু করে কেনা শুরু করে দেওয়া উচিত। কারণ এই বছর খারাপ কাটলেও ফের ২০১৬ থেকে বিদেশি কোম্পানির কেনা শুরু হয়ে যেতেই পারে। এখন অবশ্য এই এফআইআইরা মোটামুটিভাবে ছুটির মেজাজে চলে গিয়েছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে তাদের কেনাকাটা শুরু হয়েই যেতে পারে। এইদিকটা মাথায় রেখে বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ভারতীয় লগ্নিকারীরা ভালো শেয়ার কেনা শুরু করে দিয়েছেন। এর মধ্যে আবার ফড়ে হয়ে হাজির গুগলি মাস্টার ভারতীয় অপারেটররাও। মূলত এদের হাত ধরেই অনেক সংস্থা যার ভিত বা ফান্ডা সেভাবে মজবুত নয় তার দামও বেড়ে যাচ্ছে হুহু করে। বিশেষজ্ঞরা বারংবার সাবধান করছেন এই অপারেটর সম্প্রদায়ের থেকে। তাদের পরামর্শ ভারতীয় অপারেটরদের অনুসরণ করে হাবিজাবি শেয়ার কিনে ডিপিতে জমানোর কোনও মানে নেই। এর একটাই মোদ্দা কথা হল, বিদেশিরা জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি কিংবা বাজেটের পর হলেও ভারতীয় বাজারে কেনা শুরু করবেন। তখন কিন্তু তাদের তালিকায় পরিচিত–ফান্ডামেন্টালি সবল শেয়ার স্থান করে। রাম ইস্পাত কিংবা রহিম ব্যাঙ্ক তখন পয়সা দেবে না। মানে ফসকা গেরোয় আটকে পড়তে হবে।

ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কেনার এই প্রক্রিয়া অনেকদিন থেকেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তেড়েফুঁড়ে না কিনলেও সূত্রের খবর ভেতরে ভেতরে তারা কেনাকাটা চালিয়ে যাচ্ছে ভরপুর উদ্যমে। আশা করা হচ্ছে ২০১৬–র জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে ফের বিদেশিরা ক্রেতার ভূমিকা নেবেন ভারতের বাজারে। যে শেয়ারগুলি ব্যাপকভাবে পড়েছিল সেগুলির হিল্লে হয়ে যেতে পারে এফআইআইদের স্নেহস্পর্শে। এছাড়াও নয়া সাল থেকে সেক্টর অনুযায়ী যে মুভমেন্ট আসবে শেয়ারের দরে তার হাত ধরে পয়সা করার অনেক সুযোগ প্রশস্ত হবে বিনিয়োগকারীদের জন্য। বলাবাহুল এদের একটা বড় অংশ। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছর যখন কেন্দ্রে এনডিএ জোট নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির ক্ষমতায় আসে তখন বাজারের আশা ছিল ভারতের অর্থনৈতিক বাজার খুব মজবুত হয়েউঠবে। পরে অবশ্য মোদি এবং তাঁর ক্যাবিনেটের ইগো সর্বোপরি কংগ্রেস সহবিরোধীদের নেতিবাচক ভূমিকা দেশের সংস্কার প্রক্রিয়াকে কিছুতেই সচল হতে দিচ্ছে না। ফলে পাশ হতে পারছে না জিএসটি কিংবা জমি বিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। এইসবের সম্মিলিত ফলই হল ভারতের বাজারে বিদেশিদের একটানা বিক্রি।

এইসব জল্পনা চলার মধ্যে অনেক ক্রেতাই কম দামে ভালো জিনিস বা কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারছেন। আগামীতে ধাতু, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এবং ব্যাঙ্ক সেক্টর তেজি হলে এইসব নিম্নগামী শেয়ার অনেক পয়সা দিয়ে যাবে। বেশি জরুরি পড়তির সময়ে যদি ভালো কোম্পানির শেয়ার নিচের দামে ধরা যায় তবে খুব অল্প দিনে ভালো অর্থ উপার্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে আমরা এমন একটি সময়ে দিয়ে অতিবাহন করছি যখন ভারত বেশ বড়সড় একটা বুল রান–এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রাথমিক কাজটাই এখন চলছে বাজারে। কিছু বিশেষজ্ঞ একে ব্যাঙ্গার্থে বলছেন ছবি শুরুর আগের ট্রেলার পর্ব। এদের রসিকতা, পিকচার আভি বাকি হ্যায়। তা এই ট্রেলার পর্বে সংশোধন হয়ে নিফটি ৭ হাজারের কাছেও এসে যেতে পারে বলে অভিমত কিছু এক্সপার্টের। এদের সংখ্যা অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ আর্থিক বিশেষজ্ঞের বক্তব্য আট হাজারের কাছেই বা সাড়ে সাত হাজারের সন্নিকটে রয়েছে নিফটির চূড়ান্ত দীর্ঘমেয়াদি সাপোর্ট। সুতরাং এর কাছে যখন নিফটি এসেছে তখন লগ্নিকারীদের উচিত ব্লু–চিপ বা ভালো সংস্থার শেয়ার খরিদ করা। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গিয়ে বড়সড় লাভ ওঠানো সম্ভব হবে।

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারে আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয় বেশ ভালো রকম। এই কথা মাথায় রেখেই কিছুদিন আগে এক সাক্ষাতকারে দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে গুণাগুণ বিচারের থেকেও ভারতের লগ্নিকারীরা শোনা কথা বা গুজবের দ্বারা বেশি প্রবাবিত হন। এখানে অনেকটাই ব্যাতিক্রম এফআইআই বা বিদেশি নিবেশকরা। এদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় সংস্থার অডিট রিপোর্ট বা সাম্প্রতিক কাজকর্ম। তাই এই বুল বাজারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে উচিত পরিস্থিতি বুঝে বিনিয়োগ করা, এবং অতি অবশ্যই অর্থবান হয়ে ওঠার রাস্তা প্রশস্ত করা।

এই বছরের শুরু থেকেই একেক সমস্যা জর্জরিত হয়েছে ভারতের বাজার। দেশ এবং বিদেশ দুদিক থেকেই প্রচুর খারাপ খবর এসেছে। প্রথমে ছিল গ্রিস নিয়ে চিন্তার ব্যাপার। পরে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল চিনের শেয়ার বাজারের ব্যাপক পতন পর্ব। এর মধ্যে শোনা গিয়েছিল ইরানের অস্থিরতার গল্পও। সব ভালোর সেরা সেই যে যাবতীয় খারাপকে সহজেই দূরে সরাতে পারে। আর বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজার যে সেই 'ভালত্ব' আদায় করে নিয়েছে তা বোঝা গেল গত সপ্তাহের মাঝপথ থেকেই।বস্তুত বিশ্ব বাজারের হাত ধরে ভারতের শেয়ার বাজারও ফের নতুন করে উত্থানের পথ তৈরি করছে।

বৃষ্টিপাত ঠিকঠাক হলে সেদিক থেকে অনেকটাই মেরামত হয় বাজার। এল নিনোর অভিশাপ কবলিত প্রকৃতিও এখানে ভারতীয় বাজারের পক্ষে সু–বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। মূলত অভ্যন্তরীন সংকট থেকে মুক্তি পেলেও বেশ কিছু বিদেশি খবরের জল্পনা ভারতকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। যার মধ্যে নিঃসন্দেহে গ্রিস একটা বড় জায়গা নিয়েছিল। সেদিক থেকে সম্প্রতি গ্রিসের গণভোটের পরে যে কুডাক শোনা যাচ্ছিল তা পরবর্তীকালে কেটে যায় গ্রিসের সরকারের ইতিবাচক মনোভাবে। একইসঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যান্ড এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিক ভাবে চেয়েছিল গ্রিস সমস্যার সমাধান হোক। কারণ গ্রিসের সঙ্গে বাণিজ্যে জড়িত মোটামুটিভাবে ইউরোপ–আমেরিকা সকলেই। একইভাবে গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়েছে তা ফিরে পাওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব দিক থেকেই গ্রিসের এই সংকট প্রভাব ফেলেছিল বিশ্ব আর্থিক বাজারে। স্বাভাবিক ভাবেই তার আঁচ চলে এসেছিল ভারতেও। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে স্মরণে রাখা দরকার সারা পৃথিবীতে ২০০৮ সালে যে ব্যাপক আর্থিক মন্দা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার একটা বড় কারণ হল আমেরিকার ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্সের ভরাডুবি ঘটা। এটাও নিশ্চয়ই অবগত আছে সেই মার্কিন ব্যাঙ্কের খারাপ পরিস্থিতির সময় ভারতীয় নিফটি তার বিগত দিনের সবচেয়ে নিচু অবস্থান অর্থাৎ ২হাজারের ঘরে চলে এসেছিল। সেনসেক্সও সেই সময় ৮ হাজারের নিচে অবস্থান করছিল। এখন অবশ্য সেই রসাতল থেকে অনেক বড়ো অট্টালিকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। মাঝখানে ম্যাট ইস্যু নিয়ে গত এপ্রিলে যখন বাজার পড়তে শুরু করে তখন কিছু বিশেষজ্ঞ এমনও বলতে শুরু করেছিলেন যে ভারতে শেয়ার বাজারে আপাতত বড়ো ধস নামতে চলেছে। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় নিফটির ৬ হাজারের ঘরে এসে যাওয়ার কথা ছিল। সেই সময় এস পি তুলসিয়ানের মতো গুটি কয়েক প্রকৃত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন ভারতীয় নিফটি ৮ হাজারের নিচে যাবে না। যদিও গত এক–দুমাসে ভারতীয় নিফটি সেই ৮ হাজারি লক্ষ্মণরেখা ভেঙে দিয়েছে। আপাতত বেওয়ারিশ ধারণা তুলে ধরা বিশেষজ্ঞরাও মত পালটে বলছেন সাড়ে সাত হাজারেই থিতু হবে ভারতীয় নিফটি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫– ১ জানুয়ারি, ২০১৬

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কে ৬০০ অফিসার

প্রশিক্ষণ দিয়ে ৬০০ প্রবেশনারি অফিসার (জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–ওয়ান) নিয়োগ করবে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক। প্রশিক্ষণ হবে ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সের ১ বছরের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে। পড়াবে মণিপাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনআইটিটিই বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ডিপ্লোমাধারীদের প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে। কলকাতার পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর PD.BRDD.REC. PGDBF.350/2015.

থাকা খাওয়া, কোর্স ফি সহ ১ বছরের প্রশিক্ষণের খরচ সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোর্সটি করার জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে এডুকেশন লোন পাওয়া যাবে। ৮৪ মাস, অর্থাৎ সাত বছরের মধ্যে সেই টাকা পরিশোধ করতে হবে।

মোট শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৯০টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৪৫টি, ওবিসিদের জন্য ১৬২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর–সহ যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। কম্পিউটার অপারেশন সাবলীল হতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৫ তারিকে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড : কোর্স চলাকালীন প্রথম নয় মাস ২,৫০০ টাকা করে এবং শেষ তিন মাস, ইন্টার্নশিপের সময়ে মাসে ১০,০০০ টাকা করে পাওয়া যাবে।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বা গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ক অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতিটি বিভাগে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে। মোট নম্বর ২০০। সময় ২ ঘন্টা। পরীক্ষা ৭ ফেব্রুয়ারি। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.syndicatebank.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর থাকতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। দরখাস্ত করতে বসার আগে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। অনলাইন ফর্ম যথাযথ ভাবে পুরণ করে সাবমিট করবেন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। মাস্টার বা ভিসা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে।

অনলাইন পরীক্ষার জন্য কললেটার উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ২১ জানুয়ারির পর ডাউনলোড করা যাবে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

কাজের খবর

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)। কাজ করতেহবে কলকাতার পোস্টাল এলাকায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট।

বয়স : ২৬–১২–২০১৫ তারিখে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও অভিজ্ঞ প্রার্থীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

জীবনবিমা নিগমের পূর্বাঞ্চলীয় কেরিয়ার এজেন্ট'স ব্রাঞ্চ–১–এর মার্কেটিং বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচিতরা প্রথম ৩ মাস মাসিক ১,২৫০ টাকা এবং পরবর্তী ২ বছর ৯ মাস (৩৩ মাস) মাসিক ২,৫০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর কমিশন এবং স্কুটার–বাইক কেনার জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে। প্রার্থীদের পরে ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পরীক্ষায় বসতে হবে। ট্রেনিংয়ের সময় এই পরীক্ষার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে দেওয়া হবে।

নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাবে নীচের ঠিকানায়। ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, বয়সের ছাড় চাইলে তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ও সেগুলির নকল সহ কাজের দিন এই ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করে সেদিনই জমা দেওয়া যাবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : হিন্দুস্থান অ্যানেক্স বিল্ডিং, ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০ ০৭২। ফোন : ২২১২ ৪৫৮০, ৯৮৮৩০–৮৭৩৭৫।

১০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

১০০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেমে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (সিডবি)। অফিসার ব্যাঙ্কে নিয়োগ হবে, গ্রেড–এ/জেনারেল স্ট্রিমে। ২ থেকে ৪ বছরে প্রবেশন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ১৫টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৮টি, ওবিসিদের জন্য ২৭টিএবং দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে যে–কোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। কম্পিউটারে সাবলিল হতে হবে। সিএ, সিএস, আইসিডবলুএ, সিএফএ, এমবিএ, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স : ২১–১২–২০১৫ তারিখে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ১৭,১০০–৩৩,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্ট এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে কম্পিউটার নলেজ (২০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (ব্যাঙ্কিং বিষয় সহ ৪০ নম্বর), রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন। সময়সীমা ২ ঘন্টা। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ড্রাফটিং এবং এসে রাইটিং (৩৫ নম্বর) ও বিজনেস লেটার রাইটিং (১৫ নম্বর) বিষয়ে ডেসক্রিপ্টিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। সময়সীমা ৪৫ মিনিট। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sidbi.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময়ে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেমি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে সই করা (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। এর পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৫০০ টাকা। (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

মডার্ন কোচিং

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সব বিষয়)

শ্রদ্ধেয় Ex সহ প্রধান শিক্ষক ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুল সহ ১২জন সেরা স্কুল শিক্ষক দ্বারা নিয়মিত মকটেষ্ট ও ১০০% কমনযোগ্য সাজেশান দিয়ে প্রজেক্ট, প্র্যাকটিক্যাল ও কম্পিউটার ক্লাস সহ (বিষয়ভত্তিক) স্পেশাল কোচিং।

ভর্তি চলছে | Ph. : 9733787175

ক্যানিং হসপিটালের বিপরীতে ATM গলিতে 'বর্ণালী ভবন'

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা প্রেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বাসন্তীতে রাস্তার উদ্বোধন

বিশেষ সংবাদদাতা : বাসন্তী বাজার যাওয়ার বাইপাস রোড মাদার টেরিজা সরণি নামে উদ্বোধন করলেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। ২০ ডিসেম্বর এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় বাসন্তী বাজারের শুরুতে প্রধান রাস্তা ও এই বাইপাস রোডের সংযোগস্থলে।

বৃষ্টি হলেই স্রেফ হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। যদিও সম্প্রতি একটা ড্রেন হয়েছে। কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ আছে। এলাকার মানুষের এই রাস্তা সংস্কারের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। বাসন্তী ঝড়খালি রোডের সাথে যুক্ত বাসন্তী বাজারের প্রবেশ দ্বার। এর বাঁদিকের রাস্তাটি সিস্টার কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে পুনরায় মূল রাস্তা বাসন্তী ঝড়খালি হাইওয়েতে মিশেছে। এই ছোট্ট অথচ শর্টকাট বাইপাস। রাস্তার পাশে ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কবরস্থান। জল কাদায় কবরস্থানে আসা মানুষ অসুবিধায় পড়েন। এই সমস্যা মাদার টেরিজাকে জানানোয়, তাঁর সুপারিশে পিডব্লিউডি–র আর্থিক সহযোগিতায় এই রাস্তায় ইট পড়ে। পরবর্তী কালে মাদার টেরিজার মৃত্যুর পর এই রাস্তার নাম হয় মাদার টেরিজা সরণি। এই রাস্তার পাশে আছে দুটি নার্সিং হোম, ব্রিজ পয়েন্টে ক্যাথেলিক চার্চের সামনে প্রায়ই জনসমাবেশ হয়। তখন এই বাঁধ পথটি প্রধান রাস্তা রূপে ব্যবহার হয়। উদ্বোধনে এই রাস্তার দুপাশের মানুষের ছিল স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অমিত পিল্লাই–এর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। উপস্থিত ছিলেন টিএমসি ব্লক সভাপতি আব্দুল মান্নান সাজী (মন্টু), প্রাঃ প্রধান শিক্ষক কান্তিলাল দেবনাথ প্রমুখ। ৮ ফুট চওড়া এই রাস্তাটি করবে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ।

গোসাবার খুনে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ গোসাবার শম্ভুনগর এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পাঠানখালি গ্রামের বাসিন্দা ইব্রাহিম মোল্লা নামের নৌকার কাঠের মিস্ত্রি ঘটনার দিন সকালে বিদ্যানদীর শাখা হানা নদীর চড়ে নৌকার কাঠের কাজ করছিল। হঠাৎই লতেমান মোল্লা ইব্রাহিমকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি ইব্রাহিমের মাথায় ও বুকে লাগলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। এলাকার লোকেরা হাতেনাতে ধরে ফেলে লতেমান মোল্লাকে। গোসাবার থানার পুলিশ ইব্রাহিম মোল্লার দেহটি উদ্ধার করে এবং গ্রেফতার করে লতেমান মোল্লাকে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে পড়লে পুলিশ তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গোসাবা কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর পারিবারিক গন্ডগোলে এই খুন বলে মন্তব্য করেছেন। পুলিশি তদন্ত চলছে।

স্ত্রীর গায়ে আগুন গ্রেপ্তার স্বামী, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ ডিসেম্বর মৌসুনী বাগগঙ্গা বাজার সংলগ্ন এলাকায় তারাপদ দাস নামের এক ব্যক্তি স্ত্রী কবিতা দাসের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। অগ্নিদগ্ধ কবিতা জানান, অন্য পাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে তারাপদ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সেখান তারাপদর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে সংসারে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকতো। সোমবার কবিতা এই অবৈধ সম্পর্ক সহ্য না করতে পেরে বাগগঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানায়। এই কথা তারাপদ জেনে যায়, চলে স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার। এরপর স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বেরও করে দেয়। তখন কবিতা আবার পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানায়। পুলিশ কবিতাকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বলে।

কিন্তু রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সে বাড়ি ফিরে জোর করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তারাপদ বেপরোয়া হয়ে কবিতার গায়ে কেরেসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। কবিতার আর্তনাদ ও চিৎকার বন্ধ করতে তার স্বামী নিজেই জল ঢেলে আগুন নেভায়। ইতিমধ্যে কবিতার চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা এসে কবিতাকে দ্বারিকনগর প্রাথমিক হাসপাতালে পাঠায় এবং তারাপদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এখন কবিতা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামবাসীরা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখতে থাকে।

তাদের দাবি তারাপদকে তাদের হাতে তুলে দিতে। পুলিশ এই দাবি না মানায় গ্রামবাসীরা জোর করে তারাপদকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তির সৃষ্টি হয়। অবশেষে কোস্টাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ আসনে জিতবে তৃণমূল প্রার্থীরা : অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা : শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে বিরোধী সিপিএম ও বিজেপি যৌথভাবে গ্রামে গ্রামে হামলা চালাচ্ছে। জাঠার নামে সিপিএম জেঠাগিরি ও বিজেপি গেরুয়া দাদাগিরি করছে গ্রাম দখলের জন্য। তবে উন্নয়নের নিরিখে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২৯৪ আসনে জিতবে। মঙ্গলবার ডায়মন্ডহারবার স্টেশন মোড়ে দলের এক সভায় একথা বলেন এলাকার সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। দলের পক্ষ থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার পর এদিন প্রথম ডায়মন্ডহারবার কপাটহাট থেকে স্টেশন মোড় পর্যন্ত তৃণমূলের কর্মী–সমর্থকদের নিয়ে মহামিছিল করলেন দলের বিধায়ক দীপক হালদার। মিছিলে হাঁটেন সাংসদ অভিষেক, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, দুই ব্লক সভাপতি উমাপদ পুরকাইত, অরুময় গায়েন, পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার।

মিছিলে অভিষেককে নিয়ে দলের কর্মী–সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচুর সাধারণ মানুষও সাংসদের সঙ্গে হাত মেলান। মিছিল শেষে স্টেশন মোড়ে একটি সভা হয়। সভা থেকে অভিষেক বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, 'গত ৩৪ বছরে এ রাজ্যে কোনও উন্নয়ন হয়নি। আর গত ৪ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ এ রাজ্যের বাতিল দল সিপিএম গ্রামে গিয়ে জাঠা করছে। জাঠার নামে জেঠাগিরি চালাচ্ছে।

অন্যদিকে বিজেপি দল রাজ্যজুড়ে গেরুয়া দাদাগিরি শুরু করেছে। অথচ রাজ্যে বিজেপির কে নেতৃত্ব দেবেন ঠিক করতে পারছেন না। দলের রাজ্য সভাপতি বদল করতে হয়েছে। বদল হয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাও।' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টি আসনে তৃণমূল জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী অভিষেক। এদিন তিনি বলেন, 'পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের বন্যা বয়ে গিয়েছে তা স্তব্ধ করার

প্রয়াস চালাচ্ছে বিরোধীরা। বিরোধী দল সব ব্যাপারে মমতার কুৎসা রটাচ্ছে, নানা সমালোচনা করছেন। রাজ্যের ইতিহাসে মমতার মতো মুখ্যমন্ত্রী আর আসেননি। কারণ সিপিএমের আমলে জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পার্টটাইম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা একবেলা মহাকরণে আসতেন। বাকি সময়টা নন্দনে বসে গল্পগুজব করতেন। মানুষ কোনওদিন আর ওই দলকে ফিরিয়ে আনবেন না। কারণ সিপিএম নেতা বিমান বসু ও সূর্যকান্ত মিশ্র আকাশে ওড়েন। ওঁরা কখনও মাঠে ময়দানে নামেন না। সূর্যবাবু নারায়ণগড়েও প্রাক্তন বিধায়ক হয়ে যাবেন আগামীবার।

আর মমতা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় মানুষের পাহারাদার। অভিষেক সাংসদ তহবিলের টাকা খরচ নিয়ে বলেন, 'আমি একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে সাংসদ তহবিলের ৫ কোটি টাকার হিসেব দাখিল করেছি এলাকার মানুষের কাছে সেই পুস্তিকা লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি মনে করি এই টাকার হিসেব চাওয়ার অধিকার আছে জনগণের।' এদিনের সভা থেকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালের মর্গের সংস্কারের জন্য দেড় কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন অভিষেক। এই কাজ দ্রুত শুরু হবে। এদিনের সভায় আসা মানুষের ভিড়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যহত হয়। দুর্ভোগের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন অভিষেক।

সিঙ্গুর বইমেলার জমজমাট সমাপ্তি

মলয় সুর, সিঙ্গুর : ১৯ তম সিঙ্গুর বইমেলা গত রবিবার ২০ ডিসেম্বর শেষ হলো। ১২ ডিসেম্বর শনিবার অপূর্বপুর যুব সংঘ ফুটবল ময়দানে সিঙ্গুর বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত স্বনামধন্য চলচিত্রকার তরুণ মজুমদার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনের পর তরুণবাবু বলেন, বই কিনলে হবে না। পড়তে হবে যত্ন করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় টেলিভিশন যখন থেকে এসেছে সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে গিয়েছে। এর জন্য প্রচন্ডভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এই টিভির দরুণ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ও পরিবারের সবাই সিরিয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হন। বিকেলবেলা ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলতে যায় না। শুধু সিরিয়াল দেখে সময় কাটায়। তিনি জানিয়েছেন উদ্বেগটা আমাদের নিতে হবে। এরপর বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান বই মানুষকে সঞ্চয় করে। খরচ হয় না। একমাত্র বই মানুষের জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধি করে। প্রথিত যশা সাহিত্যিক দেবলদেব বর্মা বলেন, এটা সাহিত্য মতলবী আড্ডা, এটা বলেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি গল্পের পরিভাষায় জানান, মাইকেল মধুসূদন তাঁর লেখা মেঘনাথ বধ কাব্যখানি বিদ্যাসাগরকে উপহার দেন। বিদ্যাসাগর সেটি পড়ে মধুসূদনকে বলেন, অনেক ব্যাকরণে ভুল আছে। তাঁর জবাবে মাইকেল উত্তর দেন এটা কাব্য পড়া, ব্যাকরণ নয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় ও বইমেলা কমিটির সভাপতি বীথি গঙ্গোপাধ্যায়। মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক জানিয়েছেন, এবারে বইমেলায় ৪০টি বইয়ের স্টল হয়েছিল। প্রত্যেক বছরের মতো এবার ও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংখ্যা বইমেলায় তাদের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শৈব্যা প্রকাশনি আনন্দ পাবলিশার্স, দেজ পাবলিশিং, পত্রভারতী, দেব সাহিত্য কুটির, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ছাড়াও ছিল লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অমরনাথ চন্দ্র জানান, সকলের অবদান অনস্বীকার্য। এদিন ছবি আঁকা, গান, নাচ, ক্যুইজ প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অমরবাবু এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে আগামী বছরে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় সেই বিষয় তুলে ধরলেন।

গত ১ বছরে কাকদ্বীপ প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজের খতিয়ান এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে গ্রামসভার অধিবেশন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রকাশিত ক্যালেন্ডার উপপ্রধান দেবব্রত মাইতির হাতে তুলে দিচ্ছেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস।

থানার নিষ্ক্রিয়তায় প্রকাশ্যে ঘুরছে অভিযুক্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা থানায় এফআইআর দায়ের করার প্রায় দশ মাসের অধিককাল অতিবাহিত হবার পরও কার্যত পুলিশি সহযোগিতার অভাববোধ করছেন বলে জানালেন এই থানার এলাকাধীন রামচন্দ্রপুর ভাদুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত জানা। গত ১৯ ডিসেম্বর, 'আলিপুর বার্তা'য় 'প্রাণভয়ে স্ত্রী–পুত্র বাড়ি ছাড়া প্রশান্ত' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় গাইঘাটা থানার পক্ষ থেকে প্রতিবেদককে জানানো হয়, সিএমসি হয়ে গেলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায় না। উল্লেখ্য প্রায় সাড়ে চার বছর আগে প্রশান্তর বিয়ে হয় হাবড়ার বাসিন্দা জনৈক বাদ্যশিল্পী বিমল নন্দীর একমাত্র কন্যা মৌমিতার সঙ্গে। প্রায় বছর দেড়েক পরে তাদের একটি শিশুপুত্রের জন্ম হয়। বর্তমানে সেই শিশুপুত্র অঙ্কুশের বয়স প্রায় তিন বছর। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই তাদের উপর পরিবারের অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে প্রশান্তর মা গোলাপী বালা, দাদা প্রবীন বালা, দিদি মামণি বিশ্বাস ও বৌদি সরস্বতী বালা। এর প্রতিবাদে গাইঘাটা থানায় দুবার জিডি করেন প্রশান্ত ও মৌমিতা। যার নম্বরগুলি যথাক্রমে ৩৫০ ও ১৩২৬ এবং তারিখগুলি হল, ৭–১০–২০১৫ ও ২৫–১০–২০১৫। এতে কোনও সুরাহা না হওয়ায় তারা এফআইআর দায়ের করেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। যার এফআইআর দায়ের করেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। যার এফআইআর নং ১০৮২, তারিখ ৫–১১–২০১৫। কেসের ধারাগুলি হল ৪৯৮(এ)/৩২৫/৫০০/৩৫৪(এ)/৩৪।

এফআইআর করার প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত প্রবীণ বালা বাদে বাকি তিন অভিযুক্ত গোলাপী বালা, মামণি বিশ্বাস ও সরস্বতী বালা আগাম জামিনে মুক্ত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে প্রবীণ বালার জামিনের আবেদন খারিজ হয়। এই আবেদনগুলি জানানো হয়েছিল বনগাঁ অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। এরপর প্রবীণ বালা জামিনের জন্য আবেদন করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জজ আদালতে। যার শুনানির দিন ধার্য হয় ৬ ডিসেম্বর ২০১৫তে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জেলা দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জানানোর পরও গত ২১ ডিসেম্বর প্রবীণ বালা বনগাঁ এসিজেএম আদালতে পুনরায় জামিন চান। যদিও আবার তা নাকচ হয়। এদিকে প্রশান্ত ও মৌমিতার অভিযোগ, এফআইআর–এর পরেও পুলিশ কার্যকরী পদক্ষেপ না করায়

গাইঘাটা

তারা রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করছেন। কারণ অভিযুক্তরা সমানে তাদের প্রাণনাশ ও শিশুপুত্র অঙ্কুশকে অপহরণের হুমকি দিয়ে চলেছে। প্রাণভয়ে তারা গ্রামের বসতবাড়ি ছেড়ে দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছে একটি ঘরভাড়া নিয়ে আতঙ্কে বসবাস করছেন। অন্যদিকে গাইঘাটা থানার বক্তব্য, পুলিশ প্রবীণ বালাকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে একাধিকবার ফিরে আসে।

মৌমিতার বাবা বিমল নন্দী জানান, তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। কিছুদিন আগে তার মাথায় অস্ত্রোপচার হয়। আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'দেখাশুনো করে সামাজিক মতে মেয়ের বিয়ে দিই। বিবাহ রেজিস্ট্রিও করা হয়েছে। মেয়ে পক্ষ হিসেবে যখন ছেলে দেখতে আসে তখন প্রশান্তর মা ও দাদা প্রতিবেশির বাড়ি–ঘর দেখিয়ে বলে এই সব প্রশান্তরই করা। ওর বেতন বলা হয় ১১–১৪ হাজার টাকার মতো। সমস্ত জেনেশুনে আশ্বস্ত হয়ে মেয়ের বিয়েতে সম্মত হই।' প্রশান্তর অভিযোগ, বিয়ের কয়েকমাস পর থেকে তার মা–দাদা–দিদিরা কথায় কথায় বৌকে ছেড়ে দেবার কথা বলতে থাকে। তাতে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় মৌমিতার উপর বিভিন্ন অত্যাচার ও নির্যাতন। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। কারণ আদালত যেখানে বুঝলেন, অভিযুক্তরা জামিনযোগ্য নয়। তবু মহিলাদের জামিনের আবেদন বনগাঁ আদালত গ্রাহ্য করলেও অভিযুক্ত প্রবীণ বালার জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়েছে একাধিকবার। এসত্ত্বেও গাইঘাটা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে না। থানার পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতিবেদককে জানানো হয়, মৌমিতার শ্বশুরবাড়িতে রেড করে কাউকে বাড়িতে না পেয়ে পুলিশ ফিরে আসে। এমনকি প্রবীণ বালাকে ধরার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশ জানায়। এক্ষেত্রে মৌমিতার বাপের বাড়ির লোকদের অভিযোগ, অভিযুক্তরা জামিনের জন্য আদালতে যাচ্ছে, আইনজীবীর কাছে যাচ্ছে, অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রতিক্রিয়া হিসেবে জানতে গিয়ে কার্যত গাইঘাটা থানার নিষ্ক্রিয়তার কথাই উল্লেখ করেছেন মৌমিতার বাবা বিমল নন্দী সহ তার পরিবারের লোকজন। মৌমিতাদের পক্ষে আইনজীবী অভিজিৎ দে বলেন, সিএমসি হল কোড মনিটরিং সিস্টেম। সিএমসি হলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যায় না। বা সেই কেসে পুলিশি তদন্ত করা যায় না বলে আমার জানা নেই। প্রশান্ত বালা প্রতিবেদককে জানিয়েছেন তারা তিন ভাই ও এক বোন। তিনি সবার ছোট। অভিযুক্ত প্রবীণবালা তার মেজদা। বড়দার নাম নবীন বালা তিনিও বিবাহিত। তাদেরকে একইভাবে মারধর ও বিভিন্ন অত্যাচার করে মা, মেজদা ও দিদি। কয়েক বছর আগে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয়।

মহানগরে

কলেজ স্কোয়ারে পক্ষীমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের ধারে ১৬তম বিদেশি পাখির মেলা বসে গত ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই পাখি মেলার উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ বিদেশি পক্ষী প্রেমী সংস্থার। এই মেলার যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত আকুঞ্জি (বাবুলাল) জানালেন, এই পক্ষী মেলাতে ২২২টি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আসর বসেছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি ২ ইঞ্চি আকারে আফ্রিকার প্যারাডাইস উইডং আবার সবচেয়ে বড় জগতের এমু পাখিও মেলায় দেখা যায়। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার গ্লোডেন ফিঞ্চ, সেনেগাল দেশের সেনেগাল পাখি, বলিভিয়ার ম্যাকাও, দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাকাওদের কলতানে ভরে উঠে। এই পাখির মেলার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও মেলা চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, ৫ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান অপরাজিতাদাশগুপ্ত, মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশিস কুমার, কাউন্সিলার স্বপ্না দাস, নর্থ থানা পুলিশের ডিজি শুভঙ্কর সিনহা সরকার (আইপিএস)। এই মেলার চিফ অ্যাডভাইসার কলকাতা চিড়িয়াখানার প্রাক্তন ভেটেনারি সার্জেন ডাঃ স্বপনকুমার জানিয়েছেন, অনেকেই এইসব বিদেশি পাখি দেখেননি আবার অনেকেই জানেন না কিভাবে এইসব পাখি পুষতে হয়। সেই সব পাখিপ্রেমীদের কাছে জরুরি তথ্য দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অচিন্ত্য চন্দ্র জানান শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশের মধ্যে এই কলকাতাতেই বিদেশি পাখির মেলা হচ্ছে। তবে ইচ্ছা থাকলেও কেউ কিনতে পারবেন না। এছাড়া রঙিন মাছ ও বৈচিত্র নিয়ে হাজির থাকে। এই মেলায় বিদেশি পাখির দেখা মিললেও দেশিয় পাখি থাকে না। মেলায় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। পাখির সবদিক বিচার করে বিচারকরা মালিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মেয়রস গেটের সংগ্রহশালায় নেতাজির আসবাবপত্র

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় পুরভবনের মেয়রস গেটের পুর সংগ্রহশালার গৌরবের মুকুটে নয়া ঐতিহ্যের সংগৃহীত বস্তু উপস্থাপিত হল। গত ২১ ডিসেম্বর থেকে মেয়রস গেটের পুর সংগ্রহশালা কলকাতার প্রথম সারির সংগ্রহশালায় পরিণত হল। স্মরণ করা যায় যে, ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু। সেসময় তিনি পুর ভবনে এসে যে কাঠের চেয়ার–টেবিল অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করতেন তা মেয়রস গেটের প্রদর্শনশালায় রাখা হল। পুরসভার মহানাগরিকের অফিস ঘরে যাওয়ার পথে ভিআইপি সিঁড়ির ডান পাশে এই সংগ্রহশালা অবস্থিত। ২১ ডিসেম্বর থেকে এই ঐতিহাসিক চেয়ার–টেবিল আনুষ্ঠাননিক ভাবে এখানে রাখা হল। এই সুদৃশ্য আসবাব দু'টি পুরসভার কাছে ভীষণ রকম মূল্যবান বস্তু বলে বর্তমান মহাগানরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান। তিনি আরও জানান, গত প্রায় ৮০ বছর যাবৎ পুর কাজে সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত সুদৃশ্য চেয়ারটি বালিগঞ্জে পুরসভার মেয়রস অতিথি নিবাসের (বালিগঞ্জ ফাঁড়ির সন্নিকটে ৩৬–সি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে দি ইন্সটিটিউট অফ আরবান ম্যানেজমেন্ট ভবনের ১০ তলায় পুরসভার মহানাগরিকের নিজস্ব অতিথি নিবাস অবস্থিত।) একটি তালা বন্ধ ঘরে যত্ন সহকারে রাখা ছিল। আর টেবিলটি ছিল পুরভবনেই। এতোদিন শহরবাসীর অলক্ষ্যেই মূল্যবান আসবাবপত্র দুটি পড়ে থাকতো।

এবার থেকে পুরবাসীর সর্বসাধারণ যে কেউ তা সচক্ষে দেখার সুযোগ পাবে বলে জানান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে সুসজ্জিত এই কেন্দ্রীয় ভবনের সিংহদুয়ারে একটি মূল্যবান বৃহদায়তন পুর প্রদর্শনশালা রয়েছে এবং পুরভবনের পাশেই হগ বিল্ডিং–এর চারতলায় পুর তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের পাশেই ১৯২৪–এর নভেম্বর থেকে পুরসভার যাবতীয় নথিতে আবদ্ধ (সাপ্তাহিক মুখপত্র ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট) কলকাতা গবেষকদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল আর্কাইভ 'অমল হোম আর্কাইভ'টি রয়েছে। যা নিত্য সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শহরবাসীর প্রদর্শনের জন্য খোলা থাকে। প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ছিলেন আইনজীবী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ওই বছরের বাকি মাসগুলিতে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পর মহানাগরিক হন ডা. বিধানচন্দ্র রায় (সময়কাল : ১৯৩১ শুরু থেকে ১৯৩২–এর শেষ পর্যন্ত)। এখানে উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্র বসু যখন পুরসভার মহানাগরিক ছিলেন সেসময় পুরসভার উপ মহানাগরিক ছিলেন আইনজীবী সন্তোষ কুমার বসু (সময়কাল : ১৯৩০–৩১)। এখানে আরও উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালের আগে পুরসভার মহানাগরিক এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতো।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ – ১ জানুয়ারি, ২০১৬

অনাহারে কিংবা শৈত্য প্রবাহে আর প্রাণ না যায়

শীত নিয়ে এক শ্রেণির গণমাধ্যম যতটা উত্তাপ ছড়ায় গ্রীষ্ম আগমন নিয়ে ততটা শীতলতা প্রদর্শন করে না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতের আগমন নিয়ে একটা তাৎপর্য থাকতেই পারে কিন্তু যে 'আদিখ্যেতা' টুকু হয় তা যথেষ্ট লজ্জাকর।

প্রত্যেক বছর তীব্র দাবদাহে আমাদের দেশে যেমন বহু মানুষ মারা যান ঠিক তেমনি তীব্র শীতেও পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে অনেক সহনাগরিক মারা যান। যার সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয়। প্রতিবছর এই মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে খুব ছোট্ট জায়গা করে নেয়। তারা হারিয়ে যান পরিসংখ্যানের ভিড়ে। উত্তর ভারতের তীব্র শীতের কামড় প্রায় মহামারীর মতো প্রাণহরণ করছে বৃদ্ধ থেকে অসুস্থ অশক্ত ব্যক্তির।

পশ্চিমবঙ্গেও বহু মানুষের মাথায় সঠিক আচ্ছাদন নেই, ফুটপাতে জীবন কাটানোর সংখ্যাটাও কম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত মানুষের কথা ভেবে শীত নিয়ে চলে নানা চর্চা।মানুষের জীবনে নিশ্চয় উৎসব,অনুষ্ঠান, খাওয়া–দাওয়া, হৈ চৈ কাম্য। কিন্তু গরিব, দুঃস্থ মানুষকে অসুস্থ রেখে শীতবস্ত্রে আবৃত 'বড়লোক' শ্রেণির পশ্চিমী ধাঁচে, ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া 'খানাপিনা হল্লার' সংস্কৃতিতে গা ভাসানোর আগে একবার ভাবা দরকার গোটা সমাজটাকে সুস্থ রাখা অনেক জরুরি।

'বসুধৈবকুটুম্বকম' সবাইকে নিয়ে চলাই ভারতের আদর্শ। সমাজের জাতপাতের নামসংকীর্তন সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের মোড়কে চিরন্তন করে রাখার চেয়ে দেশের গরিব নিঃস্ব মানুষগুলোর জন্য প্রকৃত মঙ্গলজনক পরিকল্পনা দরকার। অভাবে অসহায় হয়ে দেশের কৃষকদের আত্মহত্যা কিংবা চা বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল রাজনীতিকদের বিচলিত করুক আর নাই করুক দেশের সাধারণ নাগরিকদের হৃদয় অন্তত ছুঁয়ে যাক। এই দেশেই বহু সমাজকল্যাণ সেবা প্রতিষ্ঠান আছে যারা শীতবস্ত্র তুলে দেন সাধ্যমতো। যাদের লেপ, কম্বল, জ্যাকেটের বালাই নেই তাদের কথা ভাবুক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সরকার। শৈত্য প্রবাহে একটি মানুষও যেন প্রাণ না হারায় সেদিকটা নিশ্চিত করুক রাষ্ট্র। নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফর্দ দিয়ে কেন্দ্র–রাজ্য সমস্ত সরকারই সংবাদপত্রে বিপুল ও বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। ঋতু পরিবর্তনের কারণে মূল্যবান প্রাণগুলি যেন অকালে ঝরে না যায় সেদিকটা সরকার নিশ্চিত করুন, নিশ্চিত করুন গরিব পরিবারগুলি কেন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। কিংবা শ্রমিক পরিবারগুলি অন্তত দু'বেলা পেট ভরে ডালভাত খেয়ে থাকতে পারেন তার জন্য গঠন করুন টাস্কফোর্স কিংবা কোনও কমিশন। সরকারি নিয়ম মেনে দরকার পড়লে সরকারি অসরকারি উদ্যোগে গঠন করা হোক জাতীয় তহবিল। শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা কিংবা স্রেফ দারিদ্রতার কারণে অপুষ্টি অনাহারে লোকে প্রাণ না হারায় তা নিশ্চিত করতেই হবে।

অমৃত কথা

যখন রাণী রাসমণির দেবালয়ের শ্রীরাধাকান্তদেবের গহনা চুরি গিয়েছিল,তখন সেজবাবু (রাণী রাসমণির সেজ জামাতা) ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ ঠাকুর! তুমি তোমারগহনা রক্ষা করতে পারলে না?' পরমহংসদেব তা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন, 'ওঃ তোমার

কি বুদ্ধি? স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁরদাসী তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব? এ গহনা তোমার পক্ষে ভারি একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো ঢেলা। ছিঃ অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নেই।'

বাড়ির মধ্যে একজন রয়েছেন, বাইরে থেকে কেউ তাঁকে খুড়োমশাই, কেউ তাঁকে মামাবাবু, কেউ তাঁকে মেশোমশাই বলে ডাকছে। কিন্তু তিনি ভেতর থেকে বুঝতে পারছেন যে সকলে তাঁকেই ডাকছে। ভগবানও সেইরকম। যে তাঁকে যা ইচ্ছে বলে ডাকুক না কেন, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে।

রাবণ বধের পর রামচন্দ্র রাবণপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, 'এ কি আশ্চর্য! এই নিকষা এতো বুড়ি, আর এতো পুত্রশোক পেয়েছে, তবুও প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে।' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দিয়ে কাছে এনে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। নিকষা বললে, 'রাম! এতদিন জীবিত আছি বলেই তোমার এতো লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ হয়েছে, তা হলে তোমার আরও কত লীলা দেখতে পাব।'

ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবার সময় শরশয্যায় শুয়েছিলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, অর্জুন তা দেখে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'ভাই কি আশ্চর্য! পিতামহ যিনি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয়, জ্ঞানী ও অষ্ট বসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন।' শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে একথা বলাতে তিনি বললেন, কৃষ্ণ! তুমি বেশ জানো, আমি সেজন্য কাঁদছি না। এই জন্য কাঁদছি যে, তুমি স্বয়ং ভগবান যে পাণ্ডবদের সারথি, সেই পাণ্ডবদের দুঃখ ও বিপদের শেষ নেই দেখে আমি কাঁদছি, এই ভেবে যে ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মসাগরের বাতাস লাগলে গোলে যায় (অর্থাৎ অহঙ্কারাদি গ্রন্থি সকল নাশ হয়)। শিব তার এক গণ্ডুষ পান করে অচেতন হলেন এবং শুকদেব কেবল স্পর্শ করে পাগল।

ফেসবুক বার্তা

শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসের জন্মের মাত্র ১৫ বছর আগে কলকাতার পীঠস্থান ধর্মতলার এক বিরল দৃশ্য ফুটে উঠেছে ফেসবুকের আঁকিবুঁকিতে।

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

নির্মল গোস্বামী

বিগত ১৭ দিনে ২৩ জন চা বাগান শ্রমিকের মৃত্যুর খবর যখন তামাম মিডিয়ায় প্রচারিত হল, তখন একজন জনস্বার্থে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন। মামলাকারীর নাম বিষ্ণু দাস। এই মামলায় গত ১৮ ডিসেম্বর মামলার শুনানিতে সরকার পক্ষের আইনজীবী বলেন যে চা শ্রমিকরা কেউ অনাহারে মরেনি। তারা অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য মরেছে। এই বক্তব্যে বিচারপতিদ্বয় হতবাক হয়ে যান। তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে সরকারি আইনজীবীদের বলেন যে ''আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না। আগামী ১১ জানুয়ারি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারসহ সব পক্ষের এই নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে ত্রাণ পাওয়ার বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলফনামা মারফত পেশ করতে হবে।

দেশের সব মানুষ জানে বন্ধ চা বাগানগুলোর শ্রমিকের কি অবস্থা। অনাহার, অপুষ্টি, আর বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরছে প্রতিদিন। কি রাজ্য, কি কেন্দ্র, কি স্থানীয় প্রশাসন সকলেই উদাসীন। আর সরকার বলছে তারা অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য মরেছে। এত বড় ভন্ডামিটা কি নীরবে মা মাটি মানুষের সরকার করল। আর শুধু এই সরকার কেন– মনে পড়ে আমলাশোলের কথা। শবররা না খেতে পেয়ে যখন মরছিল তখন শ্রমিক শ্রেণির লাল ঝান্ডাধারী সরকার বলেছিল ওরা অনাহারে মরে নি। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পেটের অসুখে মরেছে। মানুষ অখাদ্য, কুখাদ্য খেতে কখন বাধ্য হয়? এ প্রশ্নটা তাদের মনে একবারও উদয় হয়নি। মমতা আর বুদ্ধের মধ্যে কি অদ্ভুত রকমের মিল! দুটি ভিন্ন মতের দলের সরকারের মধ্যে এই যে মিল দেখা গেল এটা সম্ভব হল ভন্ডামির জন্য। উভয় সরকার একই রকম ভন্ডামিতে অভ্যস্ত।

আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান শস্য হল চা। সেই চা শ্রমিকদের অবস্থা লুঠতরাজ ইংরেজ সরকারের সময় যা ছিল আর স্বাধীনতার এতোগুলো বছর বাদেও তাই আছে। কত সরকারের কত প্রতিশ্রুতি কোথায় ভেসে গেল। পরিসংখ্যান বলছে যে শুধু দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স মিলে ৪৫০ চা বাগান আছে। কোথাও স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। আবার তার ৫২% মহিলা। ২৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শ্রমিকদের প্রতি দেশের সরকারের এত অবহেলা কেন? ১৯৫৩ সালে টি অ্যাক্ট হয়েছে। কিন্তু সেই আইন মোতাবেক বাগানগুলো চলছে কিনা তা তদারক করার কেউ নেই। ২০১২ সালে ২৭৩টি বাগান নিয়ে রাজ্য সরকার একটি সমীক্ষা করান। কিন্তু সেই রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করেনি। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকরা অমানবিক অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে চলে আসছে এই শোষণ। আজও তার অবসান নেই। কিন্তু কেন? কেন সরকারেরই একই রা কেন? তারাও ভোটার। ভোটের জন্য সরকার দেওলিয়া হয়েও টাকা হরিলুঠের মতো বিলোচ্ছে। আর চা বাগানে এই নির্যাতিত শ্রমিক বস্তিতে এসে আটকে যাচ্ছে কেন? অর্থনীতি শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি কোনও নীতিরই প্রয়োগ এখানে দেখা যাচ্ছে না কেন?

সামগ্রিক ভাবে সমস্ত চা বাগানের উন্নতির রূপরেখা বা শ্রমিক শোষণ বন্ধ করার সুষ্ঠু পরিকল্পনা দিতে আমি অপরাগ। অতো রাজনীতি বা অর্থনীতির জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু একটা জিনিস তো জলের মতো সহজ সত্য যে সরকারের আপৎকালীন রিলিফ ফান্ড থাকে। দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে হাজার হাজার কোটি টাকা রিলিফ দেয় রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই। এই যেমন তাদের বৃষ্টিতে ক্ষতির দরুণ রাজ্য সরকারকে হাজার কোটি টাকা দিল কেন্দ্র।

এখানে কেন তেমন আপৎকালীন রিলিফ সরকার দেয় না। সরকারে একদল রিজার্ভ কর্মচারি থাকবে। সংবাদপত্রের কোথাও এমন অনাহার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই তারা যেখানে ত্রাণ পৌছে দিয়ে মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচাবে। এলাকার বিডিওরাই তো এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সরকার থেকে তেমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি কেন? বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখতে কত টাকা খরচ হল সরকারের? প্রতিটা ক্লাবকে ফূর্তি করার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে অতো টাকাও লাগত না। শুধু প্রয়োজন ছিল মানবিক সংবেদনের। রাজ্য সরকার জোর করে ৭ কোটি মানুষের ব্যাগে দু টাকা কিলো দরে চাল–ডাল ভরে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের দেখার কেউ নেই কেন? মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের প্রতি মা মাটি মানুষের সরকারের এই বঞ্চনা কেন? আসল চিত্র লুকোবার জন্য মিথ্যা ভন্ডামি করছে নেতারা।

দিল্লি সরকারের আপ মার্কা নেতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা নেতা, জনগণের সেবক, যারা জনসেবার জন্য বিধায়কদের মাসে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা বেতন ধার্য করেছে। যে লালু সম্পর্কে বলেছিল ওই সব ব্যক্তি রাজনীতির অঙ্গনে থাকা মানে রাজনীতিকে কলুষিত করা সেই লালুর সঙ্গে পাটনার মঞ্চে গলাগলি করতে দেখার পর মনে হয়না কি বিচিত্র এই ভন্ড নেতারা। দেশের নেতারাই আইন আদালত তৈরি করছে। অথচ তারা যখন সরকারে থাকে তখন আইন আদালত পুলিশ প্রশাসন সব নিরপেক্ষ হয়। আর যেই সরকার থেকে চলে যায় তখনই সব নতুন সরকারের তাবেদার হয়ে যায়। তখন আইন আদালত সব বিরোধীদের জব্দ করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। এক কথা জোর গলায় নেতারাই প্রচার করে এমন বিচিত্র আজব দেশ সত্যই বিরল নয় কি?

চা বাগান এলাকার এম পি বিজেপির। বিজেপি সরকারে দেশ চালাচ্ছে। বুলেট ট্রেনের জন্য ৯৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয় জাপানের থেকে। ১০০টা স্মার্ট সিটি তৈরি হবে। যিনি কিনা এমন করে হাজার কোটির বেশি খরচ করে ফেলেছেন জনগণের করের টাকা। যিনি তার সংগ্রামময় অতীত জীবনের কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার করলেন চা ওয়ালার ছেলে বলে। এমন কি নিজেও চা বিক্রি করেছেন। সেই চা উৎপাদন করে যারা তাদের সমস্যা তাঁকে নাড়া দেয় না। বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের অনাহার থেকে বাঁচানো তার বাঁ হাতের খেল মাত্র। মঙ্গোলিয়া গিয়ে এতো টাকা অনুদান দিয়ে এলেন যে সে দেশের প্রতি জনগণের মাথা পিছু তিন লাখ টাকা পেতে পারে। আর নিজের দেশের চা শ্রমিকরা অনাহারে মরে। সেলুকাস এ দেশ শুধু বিচিত্র না অদ্ভুত বিচিত্র দেশ।

সম্প্রতি বিজেপির প্রতিরক্ষামন্ত্রীর জন্মদিন পালনের জন্য পার্টি তহবিল থেকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই নেতা যখন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন নাকি সাইকেলে চেপে বিধান সভায় আসতেন। নেতার জন্মদিনে ২০ কোটি খরচ পার্টির টাকা। এই টাকা মঙ্গল গ্রহ থেকে আসে না। আমাদেরই কোতল করে চোর চিটিংবাজ ভুয়ো কোম্পানির নামে কোটি কোটি টাকা রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয় (যেমন ত্রিনেত্র কোম্পানি তৃণমূল ফান্ডে দিয়েছিল) বিনিময়ে আমাদের অবাধ শোষন করার ছাড়পত্র পায় সরকারের কাছ থেকে। বিজেপি পার্টির যখন এতো টাকা তখন বন্ধ চা শ্রমিকদের ২০ লাখ টাকা তো রিলিফ দিতে পারত বিজেপির পক্ষ থেকে। তাতে কারও ভোট কেনারও একটা ব্যবস্থা হত। পার্টির মানবিকতার দিকটি প্রকাশিত হত। অথবা যারা বিরোধী আছে তাদের তো ভোট দরকার। তারা তাদের ফান্ড থেকে ৯০ কোটি টাকা বিনা সুদে একটি সংবাদ গোষ্ঠীকে ধার দিতে পারে। আর চা শ্রমিকদের জন্য ৯০ লাখ টাকাও যদি ব্যয় করত তাহলে দেশের মানুষ ধন্য ধন্য করত। তাদের পার্টি ফান্ডের টাকাও তো দেশের টাকা। দেশের গরিবদের জন্য যদি খরচ করা হয় তবে তো ভালই হবে। তা কেন হয় না কি যাদু বলে এদেশে সব আটকে যায়। যেমন কালাহান্ডিতে যখন খরায় মানুষ না খেয়ে মরছে। বিষাক্ত লতাপাতা সিদ্ধ করে খেয়ে পেটের অসুখে মরছে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের গোডাউনে কোটি কোট টন চাল ডাল পচছে অথবা পোকায় খাচ্ছে। সেই খাদ্য কালাহান্ডিতে পৌঁছে দেওয়া যায় নি কারণ মালের পরিবহন খরচা কে দেবে রাজ্য না কেন্দ্র এই বিবাদের মীমাংসা হয়নি বলে। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ী যিনি তৎকালীন স্বর্ণালী চতুর্ভুজ নামে জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য লক্ষ হাজার কোটি টাকার বাজেট করেন। সত্যি সত্যি এমন দেশটি পৃথিবীর আর কোথায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

দিল্লি সরকার কংগ্রেসের দুর্নীতি নিয়ে বলছে কোর্টকে কেন ভয় পাচ্ছি।? সত্যিই তো যে নির্দোষ তার তো ভয় নেই। কিন্তু অরুণ জেটলি ডিডিসিএ নিয়ে তদন্তে ভয় পাচ্ছে কেন? তারই দলের এমপি অভিযোগ তুলেছে। তাকে ধমকি দিয়ে মুখ না খুলতে বলা হচ্ছে। কি আজব এই সব নেতারা!

তার থেকে আরও আরও আজব কান্ড হল যে আমাদের মিডিয়া এইসব ভন্ড নেতাদের পিছনেই ঘুরে মরে চক্রাকারে। দেশের গৌরব, দেশের রত্ন এই সব উপাধি ভূষিত হয় নেতারা। কিন্তু মেদিনীপুরে কেরিওয়া–সুতাহাটার সুধীন্দ্র চন্দ্র বেরা– ৮২ বছর বয়সে তাঁর অর্জিত ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা তুলে বিবেকানন্দ মিশনের হাতে দুঃস্থ ছাত্রদের দেবার জন্য অথবা ঝাড়খন্ডের দশরথ মাঝি যিনি ৪০ বছর ধরে একটা একটা পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করেছিল ২২ কিমির পথ ও কিমিতে এনে মানুষের প্রভূত সুবিধা করেছিলেন। এঁদের কথা মিডিয়ায় সে ভাবে প্রতিফলিত হয় না। দশরথ মাজি, সুধীর চন্দ্র বেরারা ভারতের রত্ন নয়, গৌরবও নয়। নিতান্ত আর পাঁচজন হয়েই থেকে যায়। আর আমরা প্রতি নিয়তই ভন্ডামির স্বীকার হয়ে ভন্ডামিতেই ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ: দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধের দামামা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়ার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়া–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধ কী আসন্ন? রাশিয়া যেভাবে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ মোকাবিলা করার জন্য সামরিক সম্প্রসারণ নীতি নিয়েছে তা থেকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাই দেখা দিয়েছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে রাশিয়া দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে। একদিকে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাঁচ বছরের জন্য গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একযোগে সেনাবাহিনী প্রেরণ। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন ঘোষণা করেছেন সাম্প্রতিক বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হল, সিরিয়ার সামরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করা। সেজন্য ১৫০০ বোমারু বিমান সিরিয়ায় পাঠিয়েছে। অতীতে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় যেভাবে আফগানিস্তানে সামরিক ঘাঁটি করেছিল, একই কায়দায় রাশিয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওইদেশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে বলে কূটনীতিকদের অভিমত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় রাশিয়ার দৌরাত্ম্যে চুপ করে বসে নেই। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি এবং আইএসআইএসের মতন ইসলামিক রাষ্ট্র সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে সিরিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্যকে রুখে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সিরিয়া রাষ্ট্রটি তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের নজর ছিল ৬টি তেলের ঘাঁটির ওপর। সোভিয়েত ভাঙনের পর রাশিয়া সেই সময় চুপ করে বসে ছিল। এবার তেলের জোরে জেগেছে।

১৯৪৬ সালে সিরিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৯ সালের পরপর সিয়া–সুন্নি সাঘাতকে কেন্দ্র করে দুটি বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ থেকে সামরিক শাসনের সূচনা। ১৯৫৪ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ফের বিদ্রোহ। ১৯৫৮–৬১ এই সময় সংসদীয় গণতন্ত্রের পত্তনের মধ্য দিয়ে শান্তি ফিরে আসে। ফের রাষ্ট্রপতি শাসন। ৭০–এর দশক থেকে ২০১০ সীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। ২০১১ সালে পশ্চিমী গণতন্ত্রের দখিনা বাতাসে আরবের দেশগুলো টিউনেশিয়ার হাত ধরে বসন্ত এসেছে, সেই বাতাসে সিরিয়ার রাজনৈতিক উত্তাপকে ঠান্ডা করার জন্য গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগ হন। সেখানকার রাষ্ট্রপতি বাসার আল আমাদ কিন্তু বহুদলীয় শাসনকে মেনে নিতে পারেন নি। ২০১২ সালে দেশের সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ করতে না পারায় রাষ্ট্রপতি আল বাসেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধকে সুকৌশলে রাশিয়া ও ইরান কূটনৈতিক আধিপত্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সমব্যবহার করে। ২০১৩ সালে ১৩টি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ২০১৫ সালে ১,২০০ বিবাদমান গোষ্ঠী পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এই গৃহযুদ্ধের অন্তরালে রয়েছে রাশিয়া–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া যুদ্ধ (Proxy war)। ২০১৪ সালে এই সংঘর্ষ বন্ধের জন্য সিরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বৃহৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে সরাসরি সাহায্য করেছে রাশিয়া–ইরান। এই দুই দেশের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় আকাশপথে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ওপর অতর্কিত হানা চালানো হয়। কয়েক হাজার লোক মারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ দুটি শিবিরে বিভক্ত। সরকার এবং শিয়া গোষ্ঠীকে একদিকে সাহায্য করেছে রাশিয়া–ইরান এবং লেবাননের হিজাবুল্লা গোষ্ঠী অন্যদিকে মার্কিন মদতে তুরস্ক উপসাগরীয় রাষ্ট্র ইরাক–কুয়েত সুন্নি বিদ্রোহীদের অর্থ সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে চলেছে। ইসলামিক রাষ্ট্রের এই সংঘর্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোলা জলে মাছ ধরার খেলায় নেমেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা অতীতে ইরান বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে শিয়াপন্থী সরকার বিরোধী কৌশল অবলম্বন করেছে। হিজাবুল্লা গোষ্ঠী শিয়াপন্থী হবার কারণে সুন্নি ধর্মাবলম্বী উপসাগরীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘর্ষে কৌশলকে কাজে লাগিয়েছে দামাসকাস অলিপেজায় গৃহযুদ্ধর মধ্য দিয়ে। পশ্চিম এশিয়ায় ইসরায়েল প্যালেস্তাইনের অশান্তিকে জিইয়ে রাখার পাশাপাশি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ কূটনীতির ভাষায় রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি বাস্তববাদী জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণ নীতি। যাকে বলা হয় 'Proto-type world war' অভিযোগ উঠেছে এই গৃহযুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ ১৬টি সারিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভয়ংকর রাসায়নিক অস্ত্র গণহত্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত, সিরিয়াতেই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার লোক মারা গিয়েছে। ২২ মিলিয়ন সিরিয়াবাসী দেশ ছেড়েছে। প্রতিবেশি দেশ লেবানন জর্ডন তুরস্ক ছাড়া ইউরোপে সুইডেন জার্মানি গ্রেট বৃটেনে উদ্বাস্তু শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। গত ৪ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধ জাতিদাঙ্গার কারণে ১২ মিলিয়ন মানুষ নিজ নিজ দেশ থেকে বাস্তুহারা হয়েছে। যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আরব রাষ্ট্রগুলির আধিবাসী ছিল। লেবাননের জনসংখ্যা ৫ মিলিয়ন। এই গৃহযুদ্ধে ১ লক্ষ সিরিয়াবাসী সেখানকার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। অনুরূপভাবে জর্ডনের মতো ছোট দেশে যেখানে জনসংখ্যা ৭ মিলিয়ন সেখানে ৬ লক্ষ সিরিয় উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। গৃহযুদ্ধের আগে ৮ লক্ষ সিরিয় সেনা ছেড়ে জর্ডনে পালিয়ে গিয়েছিল। লেবানন–জর্ডনে উদ্বাস্তু শিবিরের চাপে এই দুই দেশে খাদ্যের বোঝা ক্রমশ বেড়েছে। তাদের খাদ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতির বেহাল অবস্থা। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকদের সাথে উদ্বাস্তুদের বিরোধ শুরু হয়েছে।

সিরিয়া দেশটি রাষ্টপতি শাসনে এমনকি আরবে বসন্তের হাওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার নীতি গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেও রাষ্ট্রপতি বাসির অর্থনৈতিক সংস্কারে কোনরূপ উদ্যোগ নেয় নি। দেশের ৮০% জনগণ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে। ৯.৮ মিলিয়ন নাগরিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বেঁচে আছে। ২ মিলিয়ন শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চাপে বিপর্যস্ত সিরিয়বাসীর ওপর শাসকের ফতোয়া বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান। এই নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে বাঁচতে প্রতিবেশী দেশ শুধু নয় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শরণার্তী শিবিরে আশ্রয়ের আর্তি।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে এবছর ১.১০ মিলিয়ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। এদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন সিরিয় যেমন রয়েছে তেমনই লেবানন,সুদান, সোমালিয়া, ইরাকি আফগান সংঘর্ষে উদ্বাস্তুরাও রয়েছে। সিরিয়া থেকে জাল পাসপোর্ট নিয়ে তুরস্কের মধ্য দিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছে। তারা দেশে ফিরে যেতে আর আগ্রহী নয়। কারণ দেশে ফিরে গেলে সিয়া অথবা সুন্নি যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর মুসলমান হোক না কেন, গৃহযুদ্ধ চিরতরে বন্ধ না হলে তারা বাঁচতে পারবে না। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর আগ্রাসনে সিরিয়া ক্ষত–বিক্ষত। উপসাগরীয় যুদ্ধে যেভাবে মার্কিন সেনারা ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল, রাশিয়া ঠিক সেই আগ্রাসনী কৌশল অবলম্বন করেছে। সিরিয়া সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাকফুটে খেলছে। সরাসরি রাশিয়া সামরিক আগ্রাসনের বিরোধিতা না করে পরোক্ষভাবে ইরান বিরোধিতার নামে উপসাগরীয় রাষ্ট্র ইসলামিক রাষ্ট্র আন্দোলনের দাবিকে কৌশলাগত কূট নীতির খেলা খেলছে। জার্মানিতে ৪ লক্ষ এবং সুইডেনে ১ লক্ষর বেশি উদ্বাস্তু শরণার্থী শিবিরে রয়েছে। সুইডেন সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, এইভাবে উদ্বাস্তু পরিসংখ্যা প্রতিবছর বানতে থাকলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। সুইডেনে বর্তমান জনসংখ্যা ৯.৮ মিলিয়ন এইভাবে শরনার্থিদের চাপ নেওয়াটা দেশের পক্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি করা। সিরিয়ার উদ্বাস্তুরা সুইডেন জার্মনীতে এসে যে ভিড় করছে তার কারণ এই দুই দেশে অনাগরিক বা বিদেশি উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারের জনকল্যাণকর কর্মসূচি। জার্মানিতে স্থানীয় নাগরিকরা উদ্বাস্তুদের জন্য সুযোগ সুবিধা দানের বিরোধী। ব্যাভেরিয়ান ক্রিশ্চান সোস্যাল ইউনিয়ন উদ্বাস্তু বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। জার্মানির চ্যান্সেল্যার মার্কেন অ্যাঞ্জেল সরকার প্রশাসন এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায় মানবিক ইস্যু ভূ রাজনৈতিক সংকটকে ডেকে এনেছে। সিরিয়া সংকট ভবিষ্যতে ইউরোপের অস্থির রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে নাগরিক পরিযায়ী সংঘাতের অশনি সংকেত দেয়।

সিরিয়া গৃহযুদ্ধ আর্ন্তজাতিক রাজনীতিকে এক জটিল পরিস্থির মুখে নিয়ে যাচ্ছে। এই গৃহযুদ্ধ উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে নাগরিক জীবনধারা ও পরিষেবাগত ক্ষেত্রে সমস্যা শুধু সৃষ্টি করে নি, ভূ–রাজনৈতিক সমস্যায় ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে ভুগতে হবে। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙনের পর পুতিনের রাষ্ট্রপতি শাসনে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রুখে দেবার ক্ষমতা রাশিয়া রাখে। এই বার্তা ইউক্রেনের ওপর প্রথমে আধিপত্য কায়েম করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সামরিক সাহায্য দানের মধ্য দিয়ে দিতে চায়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকে সিরিয়ার তেলের ঘাঁটিগুলোর ওপর নিজেদের দখলদারী রাখতে মরিয়া। ২০05 সালে মার্কিন অভিনেতা জর্জ ক্লুন সিরিয়ায় মার্কিন দখলদারির অভিপ্রায় সম্পর্কে 'সিরিয়াল' তথ্যচিত্রে সিআইএ বা মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীর এজেন্টের অভিনয় তেলের ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাই সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ উদ্বাস্তু সমস্যায় রুশ–মার্কিন আধিপত্য আগ্রাসনের কূটনৈতিক যৌক্তিকতার ইঙ্গিত দেয় না। কারণ ভূরাজনীতির বিস্তারনীতির মানচিত্র অনুযায়ী রাশিয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মধ্য প্রাচ্যে অন্যান্য দেশ লেবানন–জর্ডন–মিশর, আরব অ্যাসিরিটাস ভূখন্ড সম্প্রসারণ অসাধ্যকর কাজ নয়।

নতুন ভবনের উদ্বোধন চলতি মাসে

বিশ্বজিৎ পাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। দিনের পর দিন লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমায় প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। ক্যানিং ১ ও ২ বাসন্তী, গোসাবা ব্লকগুলি নিয়ে ক্যানিং মহকুমা গঠিত। ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলায় ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয় চালু হয়। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় ১৯৯৩ সাল থেকে ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয় ভাড়া বাড়িতে চলছে। ফলে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে সরকারের কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই দফতর ভাড়া গুনতে। শুধু মহকুমা শাসক কার্যালয় নয় প্রায় সমস্ত সরকারি দফতরগুলি ভাড়া বাড়িতে চলছে। আর যার জন্য বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে সরকারের। বিশেষ করে ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয় ছাড়াওমহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, এসডিপিও অফিস, সিআই অফিস, মহকুমা খাদ্য দফতর, কৃষি দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক দফতর ক্যানিং–১ সিডিপিও অফিস, প্রাণী সম্পদ বিভাগ, শ্রম দফতর প্রমুখ সরকারি দফতরগুলি আজও ভাড়া বাড়িতে চলছে। ২০১১ সালে রাজ্যে

ক্যানিং মহকুমা

সরকার পরিবর্তনের পর শুধু মাত্র ক্যানিং মহকুমা নয়, সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে তা সকলের কাজে অজানা নয়। এমন কি মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন। সাড়ে চার বছরে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকবার সুন্দরবন সফরে এসে এক গুচ্ছ নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আর সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজগুলি বাস্তব রূপ দিতে স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, সচিব, আধিকারিক, সরকারি কর্মীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তবে বেশির ভাগ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজগুলি দ্রুত গতিতে চলছে তা প্রায় শেষের পথে। সুন্দরবনের ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মাতলা–১ গ্রামে পঞ্চায়েতের পুরাতন নৌকাঘাট এলাকায় ক্যানিং মহকুমা শাসকের নতুন কার্যালয় চলতি মাসে সম্পূর্ণ হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয়ে প্রতিদিন প্রচুর লোক আসে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের জন্য। নিজস্ব ভবন না থাকার ফলে খুবই অসুবিধা হয়। নব মহকুমা ভবনে এসডিও অফিসের কাজ হবে এবং ট্রেজারির কাজ কর্ম হবে। এছাড়াও মহকুমা ত্রাণ দফতর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর, এসসিএসটি, ওবিসি সহ সব দফতরের কাজ চলবে। ভবনে ওঠা নামার জন্য ২টি লিফট এবং নিচে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা থাকছে। এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে চলতি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের সময় ভবনটি উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও ক্যানিং মর্টেল, বাসন্তীর আমঝাড়া মর্টেল, ক্যানিং গোলকুঠি মডেল স্কুল, ক্যানিং ট্যাংরাখালির আইটিআই কলেজ সহ আরও বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন তিনি। ফলে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই পর্যন্ত দফতরগুলি চালু হয়ে যাচ্ছে।

এই মহকুমায় এই সমস্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ হলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল বলেন, সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ হচ্ছে। এই মহকুমার আরও বিভিন্ন দফতরের নিজস্ব নব ভবন নির্মাণ হচ্ছে। আগামী দিনে মহকুমা গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি একই ছাতার তলায় চলে আসবে।

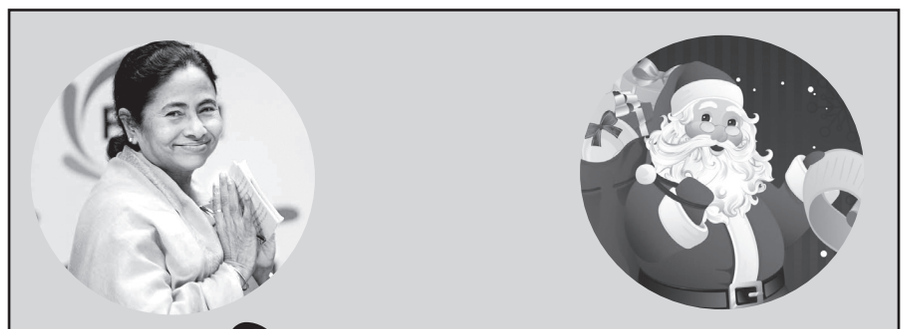

মা–মাটি–মানুষের সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত কুল্পিবাসীকে জানাই বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

কুল্পি পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি
প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল
কুল্পি বিধানসভা, দঃ ২৪ পরগনা
জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সদস্য

আঞ্চলিক ভাষাগুলোর জন্য অভিন্ন শিক্ষানীতি

বিশেষ সংবাদদাতা : 'নতুন শিক্ষানীতি' (এনইপি) প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অন–লাইন, তৃণমূল স্তর ওজাতীয় পর্যায়ে ভাবনা–চিন্তা গ্রহণের কাজ সহ একটি সহযোগিতামূলক ও বহুমুখী আলোচনার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। গৃহীত ৩৩টি মূল ভাবনার মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার আওতায় ''ভাষার উন্নয়ন'' এবং উচ্চশিক্ষার আওতায় ''ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংহতির উন্নয়ন'' শীর্ষক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি বিষয় রয়েছে। তৃণমূল স্তরে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ে সুযোগ সৃষ্টির জন্য এনসিইআরটি–র সহায়তায় ১২টি ভাষায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থমালা অনুবাদ করে সরবরাহ করা হয়েছে। এই ১২টি ভাষা হল অসমিয়া, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দি, কন্নর, মালয়ালম, ওড়িয়া, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু এবং উর্দু। গত ১০ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে এ তথ্য জানান কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

স্মৃতি ইরানি বলেন, তৃণমূল স্তরে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সামগ্রিকভাবে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাম, ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজ্যগুলিকে ও নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাদের অভিমত ও সুপারিশ জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রসঙ্গে মন্ত্রকের অধীনে জোনাল পর্যায়ের বৈঠকগুলিতে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি ২০১৫–র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গৃহীত সমস্ত তথ্যাদি, সুপারিশ, পরামর্শ ও অভিমত যাচাই করবে এবং পাশাপাশি 'প্রয়োগের জন্য কর্মকাঠামো' হিসেবে একটি 'খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি' জমা দেবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক হিন্দি ও সংস্কৃত সহ সমস্ত ভাষার বিকাশ, উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য দায়বদ্ধ। প্রাসঙ্গিক ভাবেই সমস্ত তপশিলভুক্ত ওতপশিল বহির্ভূত এবং মাতৃভাষা সমূহের সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ভাষা সম্পর্কে একটি বিশেষ জাতীয় নীতি প্রণয়ন করবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : চন্দননগরে উনবিংশতম ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহামায়া কুটির (নন্দীবাড়ি)–এ। প্রথমদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় আচার্য গ্রহণ, ধর্মকথা, যুগাচার্য শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের উপর ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন মণিদীপা চট্টোপাধ্যায়।এরপর প্রাক্তন শিক্ষিকা কৃষ্ণা মণ্ডল ঠাকুরের গান পরিবেশন করেন। তাঁর গান দর্শক শ্রোতার কাছে আলাদা মাত্রা পায়। এরপর ঢাক, কাঁসরঘন্টা, বাদ্যযন্ত্র ও গানের মধ্য দিয়ে ত্রিশূল, তলোয়ার সহযোগে আরতি বন্দনা করেন শ্রীমৎ স্বামী অম্বিকেশানন্দজী মহারাজ ও ডোকরা পশ্চিম মেদিনীপুরের শ্রীমৎস্বামী সুরেশানন্দজী মহারাজ। ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক স্বপন ঘোষ, দিলীপ সরকার, অংশমান চট্টোপাধ্যায়, অলোক কুন্ডু প্রমুখরা। দ্বিতীয় দিন লোক সংস্কৃতির শিল্পী গৌড়াঙ্গ বিশ্বাস মাটির টানে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ও ঠাকুরের গান করে ভক্তদের মন জয় করেন। শেষদিন দীক্ষা দান করেন স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ। বিগত কয়েক দশকের ইতিহাসে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' এই জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ইংরাজি ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি গোধূলি লগ্নে, মাঘী পূর্ণিমার পূণ্যতিথিতে ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে। যা বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২৪ তম

সঞ্চিতা শিশু কিশোর উৎসব ও মেলা

বাওয়ালী ফুটবল মাঠ, দঃ ২৪ পরগনা

১২–১৯শে জানুয়ারি, ২০১৬

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সেমিনার, বেবী শো, কৃষি প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রানুষ্ঠান ও আরও আকর্ষণীয় বিষয়

যোগাযোগ–9143161039

মিডিয়া পার্টনার

আলিপুর বার্তা ● ঐতিহ্যবাহী ৫০ বছর

ছাত্র–যুব উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকে ছাত্র ও যুব উৎসব আয়োজিত হল নেতড়া হাইস্কুল ময়দানে। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও বনাঞ্চলের কর্মাধ্যক্ষ তন্দ্রা পুরকাইত ও ডায়মন্ড হারবারের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন ১ নং ব্লকের সভাপতি স্বপ্না হালদার, বহু শিক্ষাবিদ। বিভিন্ন বিভাগে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি দীপক হালদার, কবি সুব্রত ভুঁইয়া, কবি ও বাচিক শিল্পী অমলেন্দু বিকাশ দাস, কবি তপন ত্রিপাঠি প্রমুখ। আবৃত্তি, গান ও নৃত্য প্রভৃতি বিভাগে অংশ গ্রহণ করে বহু ছাত্রছাত্রী। তবে অঙ্কন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। প্রায় অর্দ্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে অঙ্কনে।

सत्यमेव जयते

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate (Nezarath Department)
South 24 Parganas, New Administrative Building (1st Floor)
Alipore, Kolkata – 700 027
Email – ndcalipore@gmail.com

PUBLIC NOTICE

It is notified for general public that all type of tourist movement towards Bakkhali for holding picnic or for any general tour interest will be restricted from dated 09.01.2016 to 16.01.2016 for smooth conduct of Ganga Sagar Mela-2016.

By Order

Collector
South 24 Parganas
West Bengal

১৫১৯/জেতসদ/২৪পর (দঃ)/২২.১২.২০১৫

ডায়মন্ডহারবারে বিজেপির আইন অমান্য, সারদাকাণ্ডে মমতাকে জেলে ভরার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন : আবারও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে নামলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার ডায়মন্ডারবারে বিজেপির আইন অমান্যের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সুরেশ পুজারী কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুজারী বলেন, 'সারদা কেলেঙ্কারি আর তৃণমূল দল এখন সমার্থক হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে জেলে আছেন মদন, কুণালরা। জেলে যাওয়ার লাইন পড়ে গিয়েছে তৃণমূল নেতাদের। তৃণমূলের প্রধান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে যেতে হবে। তাই আগেভাগে দিল্লির কেজরিওয়ালের হয়ে অযাচিত হয়ে সওয়াল করতে শুরু করেছেন। এবার থেকে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হবে জেলের মধ্যে। তৃণমূলের যে নেতারা গরিব মানুষদের সঞ্চিত টাকা আত্মসাৎ করেছেন তারা কেউ ছাড়া

পাবেন না। সবার ডাক পড়বেই।'

এদিন রাজ্যে নারী নির্যাতন, নারী পাচার বন্ধ, টেট, সারদা, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের শাস্তির দাবি সহ বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিল বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। বেলা দুটোর পর স্থানীয় কপাটহাট থেকে শুরু হয় কর্মী–সমর্থকদের মিছিল। এদিনের মিছিলে পা মেলান হাজার তিনেকের বেশি মানুষ। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন সুরেশ পুজারীসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পূর্ব) জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ, বিধান বৈদ্য, রামকমল পাঠক সহ একাধিক নেতা। মিছিল স্টেশন মোড়ে আসার পর বিজেপির পক্ষ থেকে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলে মিনিট পনেরো। তারপর অবরোধ ওঠার পর মিছিল মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতা হিসেবে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করেছিল। তবে বিজেপি নেতারা কোনও প্ররোচনায় পা দেননি। প্রথা–মাফিক গ্রেফতার হন পুজারীসহ নেতৃত্ব। পরে আবার জামিন পেয়ে যান সবাই।

এরপর প্রশাসন ভবনের সামনে বক্তব্য পেশ করেন পুজারী। সেই সভা থেকে নারী নির্যাতন নিয়ে কড়া ভাষায় সরকার তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে পুজারী বলেন, 'রাজ্যে এমন একটা দিন নেই, যেদিন রাজ্যে মহিলাদের ওপর নির্যাতন হয়নি। এমন একটা দিন নেই, যেদিন খুনোখুনি হয়নি। বোমাবাজি, গুলি চালানো থেকে শুরু করে পুলিশ পেটানো সবকিছুই চলছে অবলীলায়। কিন্তু রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চুপ। জঙ্গলের রাজত্ব চলছে গোটা রাজ্যে। পুলিশ আজ তৃণমূলের সদস্যদের মতো আচরণ করছে। আর প্রতিদিন মার খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। একদিন গোটা বাংলা পথ দেখাত সারা দেশকে। আর আজ বাংলা সবকিছুতে পিছিয়ে পড়েছে। দেশ এগোচ্ছে। আর বাংলা পিছোচ্ছে। তাই আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করুন।' বক্তব্য শেষে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল ডায়মন্ডহারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসুর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

প্রতাপাদিত্যনগর গ্রামপঞ্চায়েতের সমস্ত অধিবাসীকে জানাই বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

তপন হালদার
প্রধান

দেবব্রত মাইতি
উপপ্রধান

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

শীতের আনন্দে গা ভাসানোর একগুচ্ছ পিকনিক স্পট

হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা পর্ব ২

● রাজবলহাট

ট্রেনে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, তালপুর বা হরিপাল লোকাল ধরে হরিপাল স্টেশন। সেখান থেকে ১০ নম্বর বাস সরাসরি স্টেশনে যাওয়া যায় রাজবলহাট। হরিপাল স্টেশন থেকে এটি ২২ কিমি দূরে। এখানে রয়েছে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির ছাড়া আরও দুটি টেরাকোটা মন্দির। এছাড়া কাছাকাছির মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি মাঠ, পুকুর। সেখানে জায়গা করে পিকনিকের আনন্দে মেঠে উঠতে ভালোই লাগবে।

● মাতৃনিবাস

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন সেখান থেকে তিন কিমি দূরে মনোরম পরিবেশে মাতৃনিবাস পিকনিক স্পট। ৭ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই বাগান বাড়িটি। এখানে আমবাগান, লিচু বাগান ছাড়াও রয়েছে পুকুর, হাউস বোট, তাঁবু কটেজ ইত্যাদি। এখানে রয়েছে রাজহাঁস, খরগোশ, গিনিপিগ। সকালের দিকে মোরগও দেখা যায়। বাচ্চাদের খেলার জায়গাও রয়েছে। যোগাযোগ : ৯৮৩০১ ২৭৯২৫, ২৬৯৪ ০৫০৯

● পারমাদান :

শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ এসে সেখান থেকে আরও প্রায় এক ঘন্টার দূরত্বে এই পারমাদান অভয়ারণ্য। জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে পিকনিক স্পট। এখানে ইচ্ছামতীর তীরে যেখানে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্নান করতেন সেই ঘাটটি একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্পট। এখানে বনদপ্তরের লজ আছে। যোগাযোগ – ০৩৩২৫৫২০৯৬৮

● সংহতি পার্ক :

অশোকনগর পুরসভা পরিচালিত এই পার্কে আছে সমস্ত রকম বিনোদন ব্যবস্থা। এখানে শিশুদের জন্য রয়েছে টয় ট্রেন, ওয়ান্ডারল্যান্ড দেখার ব্যবস্থা। এছাড়া বোটিং ও রোপওয়েরও ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ : ৯৮৩০১২৩২৫৫

● মাছরাঙা দ্বীপ :

শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদ এসে সেখান থেকে ইছামতীর বুকে এই দ্বীপ। দ্বীপটি গাছ–গাছালিতে ভরা। পিকনিকে আদর্শ পরিবেশ। এখানে পঞ্চায়েত সমিতির অতিথি শালা রয়েছে। যোগাযোগ : ০৩২১৭ ২৩৩২৭৬

● শান্তি সরোবর :

বারাকপুর মোহনপুরে পঞ্চায়েতের দ্বারা পরিচালিত এই পিকনিক স্পটটি। নানা গাছ গাছালিতে ভর্তি এই পিকনিক স্পট। এখানে বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ : ০৩৩–২৫৮২১০০৮

● কল্যাণী লেক :

কল্যাণীর ঘোষপাড়া স্টেশন থেকে মিনিট ১০–১৫ এর দূরত্বে এই সুন্দর পিকনিক স্পটটি। নানা গাছগাছালিতে ভর্তি এই পিকনিক স্পটটি। যোগাযোগ : ০৩৩ ২৫৮২ ৮৪৫৫

● টাকি :

ইছামতী নদীর এপারে পশ্চিমবঙ্গের টাকি আর অপর পারে বাংলাদেশ। এই নদীর ধারে পিকনিকের আদর্শ পরিবেশ। নদীর ধারে বেসরকারি কিছু জায়গা আছে যেখানে শৌচালয় সহ রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া নদীতে নৌকাবিহারও করা যায়।

● নন্দী বাগানবাড়ি :

বারাকপুরের দেবপুকুরে অবস্থিত সুন্দর সাজানো এই বাগান বাড়িটি। ঘর এবং শৌচালয়েরও ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ : ৯৮৩১৩৫৬০০৮

● গান্ধিঘাট :

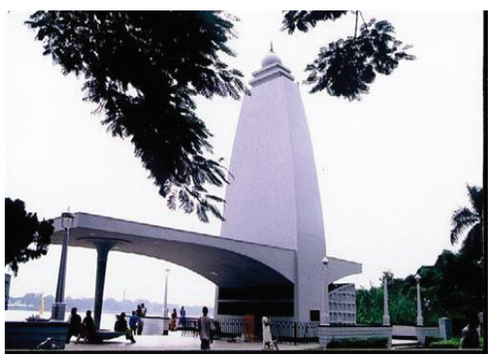

বারাকপুরে গঙ্গার তীরে আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট এটি। বেশ সাজানো গোছানো এই স্পটটি। ঘরের জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের মালঞ্চ ট্যুরিস্ট লজ। যোগাযোগ : ০৩৩–২৫৯২ ০০৫৮

সুমন্ত ভৌমিক

জম্বুদ্বীপে সৈকত অবগাহন

মেহেবুব গাজি

এতদিন সমুদ্র সৈকত দিঘার পরেই পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় ছিল বকখালি। কিন্তু এবারের শীতে ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে খুলে যাচ্ছে সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপের দরজা। নতুন বছরের শুরুতেই জম্বুদ্বীপকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে 'পরিবেশ বান্ধব' হিসেবে এই পর্যটন কেন্দ্রটি সাজিয়ে তুলতে একজোট হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে পর্যটন দপ্তর, সেচদপ্তর, বনদপ্তর, রাজ্য পুলিশ ও গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। বকখালির অদূরেই বঙ্গোপসাগরে ঘেরা জম্বুদ্বীপে ঝাউ, গরাণ, সুন্দরী হেঁতালের জঙ্গলে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে লাল কাঁকড়ার আনাগোনা এবার পর্যটকদের মন টানবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের। গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন তথা সাগর বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে সমস্ত প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। জম্বুদ্বীপে একটি জোট তৈরি কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। আর ভূতল পরিবহন নিগমের কাছে ভ্যাসেল পরিষেবা চালুর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আশা করছি নতুন বছরের শুরুতে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে জম্বুদ্বীপকে পর্যটকদের কাছে খুলে দেওয়া হবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ফ্রেজারগঞ্জ–বকখালি থেকে দক্ষিণ–পূর্বে অবস্থিত সুন্দরবনের এই দ্বীপটির দূরত্ব প্রায় ২৫ কিমি। দ্বীপটি বর্তমানে লম্বায় প্রায় তিন কিমি ও চওড়ায় প্রায় ২ কিমি। একসময় মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পাশাপাশি মাছ শুকনোর কাজে ব্যবহার করত দ্বীপের বালিয়াড়ি। তখন সাধারণ মানুষেরও অবাধ যাতায়াত ছিল দ্বীপে। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে ২০০৩ সালে এই দ্বীপটিতে জনসাধারণ থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদেরও অবাধ যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন। তারপর থেকে প্রায় ১২ বছর দ্বীপটি জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকলেও নজরদারির দায়িত্বে ছিল বনদপ্তরের।

পর্যটক টানতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি সুন্দরবনের পর্যটনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বকখালি ও গঙ্গাসাগরের উন্নয়নের জন্য ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। বছর খানেক আগে জলপথে সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে এই দ্বীপটি। সুন্দরবনের নির্জন এই দ্বীপটি মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় বলে দাবি জেলা প্রশাসনের। ইতিমধ্যে দ্বীপটিকে 'পরিবেশ বান্ধব' পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য দ্বীপের জঙ্গলে ছাড়া হবে বন হরিণ।

সাগর বেষ্টিত খোলা আকাশের নীচেই দ্বীপের গাছের তলায় ক্ষণিকের জন্য বিশ্রামের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে পর্যটকদের। তবে দ্বীপের মধ্যে পর্যটকদের দিনে–রাতে থাকা ও খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। প্রথম দিকে পর্যটকদের পারাপারের জন্য দিনে একটি করে ভেসেল পরিষেবা রাখা হবে। ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্য বন্দর থেকে এই ভেসেল পরিষেবা চলাচল করবে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে দ্বীপে যাতায়াতের জন্য পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন জনা পঁচিশ পর্যটককে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গাইডরা দ্বীপে পৌঁছে পর্যটন কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেখাবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুরিয়ে পর্যটকদের নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে ফিরে আসবে ভেসেল। এই ভ্রমণের জন্য ভেসেলে যাতায়াত ও খাওয়া খরচ ধরে পর্যটক পিছু একটি প্যাকেজ ধার্য করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পর্যটকদের বুকিংয়ের সুবিধার্থে বকখালি ট্যুরিস্ট লজে ইতিমধ্যে একটি বুকিং অফিসও খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে কলকাতায়ও একটি বুকিং অফিস খোলা হবে। এছাড়াও পর্যটকদের সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ফ্রেজারগঞ্জে একটি হেল্প ডেস্ক খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ। সুন্দব সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র জানান, 'এটা খুবই ভালো প্রয়াস। প্রশাসনের নজরে না আসায় সমুদ্রের গ্রাসে সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি দ্বীপ বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই প্রয়াসের মাধ্যমে এই দ্বীপটি অন্তত প্রশাসনের নজরে তো থাকল। আশা করছি দ্বীপটির ভালো মন্দের কথা ভাববে রাজ্য সরকার।' জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জম্বুদ্বীপে জল পথে ভেসেলে যাতায়াতে সময় লাগবে প্রায় ২ ঘন্টা। সমস্ত কাজ প্রায় শেষের দিকে। শুধু চালু হওয়ার অপেক্ষা।'

প্রতিবাদী ময়নার ডাক শোনা যায় রতনপুরে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

গত সংখ্যার পর

(২)

ময়নার ভাল নাম হুপনি বিসরা। 'তবে সকলে ময়নাই জানে। আসল নামটা কেউ জানে না।' ময়না হাসে।

বয়স কত জানতে চাই।

'তেত্রিশ বানাইছি।'

বানাইছি, মানে? কৌতুহলী হই।

লাজুক হাসে ময়না। 'কিছু মনে করবেন না। আমার অরিজিনাল বয়স ৩৫। দু' বছর কমিয়ে রেখেছি।'

পড়াশোনা কতদূর?

'মাধ্যমিক পাশ। এ পাড়ায় কেবল আমিই মাধ্যমিক পাশ ছিলাম। গত বছর আমার ভাই উকিল বিসরাও মাধ্যমিক পাশ দিয়েছে।' ময়নার গরবিনী মুখটা দেখতে পাই।

চাকরির চেষ্টা করেননি?

ময়না হাসে। এই হাসিতে জ্বালা আছে।

'এখন কলি যুগ। টাকা পয়সা খেয়ে অন্যদের কল ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা গরিব লোক। টাকা দিতে পারি না। চাকরি হয় না।'

ফাঁকা মাঠটার দিকে চোখ যায়। এখন ঘন অন্ধকার। যে পাখিগুলো এই আকাশে উড়ে গিয়েছিল খানিক আগে, তারা এখন নিজের বাসায়। হঠাৎ ময়না হাঁক পাড়ে-- লতিকা লতিকা।

বছর তের–র একটি মেয়ে দৌড়ে আসে। বলে, মাসি বল।

মা একটু চা করতো এঁদের জন্য। কিছুতেই রাজি হই না। বলি, লতিকার সঙ্গে বরং একটু গল্প করি। ও ছোট মেয়ে। ওকে চা করতে হবে না। ময়না পাড়ার একজনকে চা করার জন্য বলে। লতিকা চাতালের সামনে বসে।

কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস সেভেন।

কোন স্কুলে?

জয়পুর হাই স্কুলে।

ময়নার কাছে জানতে চাই, লতিকা কি আপনার বাড়িতেই থাকে? ময়নার উত্তর আসার আগে লতিকাকে জানতে চাই, তোমার গ্রাম কোথায়? লতিকা কিছুক্ষণ চুপ থাকে। ময়না উত্তর দেয়–তিতলবাঁধি। বীরভূমের গ্রাম। লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'না, আমার গ্রাম রতনপুর।' ময়না বলে, লতিকা তুমি ঘরে যাও। লতিকা উঠে যায় চাতাল থেকে।

ময়না কথা শুরু করে। বছর পনের আগে আমার দিদি রানীর সঙ্গে তিতলিবাঁধের সনতের বিয়ে হয়। লরির ড্রাইভারি করত। ভালই রোজগার। কিন্তু খুব নেশা ছিল। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে দিদিকে মারত। গ্রামে মিটিং হল। প্রথমে গ্রামের লোক দায়িত্ব নিয়েছিল নেশা ছাড়াবার। একবার খবর পেলাম দিদি হাসপাতালে ভর্তি। এখান থেকে গেলাম আমরা। ওদের গ্রামের লোক বলল, দিদিকে যদি বাঁচাতে চাও তবে এখান থেকে নিয়ে চলে যাও। নাহলে যে কোন দিন মেরে ফেলবে সনৎ। তিন মাসের লতিকা আর দিদি তখন থেকেই এখানে। কয়েক মাস হল, দিদি বড়োয়াঁর একটা লোককে আবার বিয়ে করেছে। এখনকার স্বামী গরিব হলেও দিদিকে ভালবাসে।

চাতালের এক কোণায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সরস্বতী বিসরা। বছর পঁচিশেক বয়স। ছয় বছর আগে বিয়ে হয়েছে এখানে। মারাংবুরু স্বনির্ভর দলের সদস্য। দলের খাতা সারানো হবে এই আশায় এসেছেন। আমার সঙ্গী রমেশ হীরা স্বনির্ভর দলের ট্রেনার। প্রশিক্ষণ দেন স্বনির্ভর দলদের। বললাম, স্বনির্ভর দল করছেন কেন? খিল খিল করে হাসলেন। বললেন, 'নোন(লোন) পাব, সেই নোন নিয়ে গরু পুষব।'

শুধু এটাই। হতাশা চাপতে পারি না। সরস্বতী বুঝতে পারেন। বলেন 'দল করে অনেক লাভ।' উৎসুক হই। সরস্বতী বললেন, 'আমরা গরিব লোক ঘরে খুব গোলমাল করি। ঝগড়া ঝাটি করি। রাগ করে ঘর ছেড়ে বাপের ঘর পলাই। রাগ কমে। ঘরে ফিরি। এসে দেখি, ঘর ভেঙে গিয়েছে।'

সরস্বতী দম নেন। এবার বলেন, 'স্বনির্ভর দল করলে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস হবে। টাকা জমবে ব্যাঙ্কে। সেই টাকার লোভে অন্তত আমরা ঘর ছেড়ে যাব না। আবার দলের সদস্যরা পাশে থাকবে। তারা গোলমাল মিটিয়ে দেবে। সংসারটা টিকে যাবে।'

ময়নার বাড়ির চাতাল ছেড়ে এবার উঠে পড়ি। পাড়ার মাঝখানে বড় পুকুর। তার পাড় দিয়ে হাঁটছি। পাড়ার কোথাও ছিঁটে ফোটা মোরাম দেয়নি। 'যদি মোরাম দিত তবে বর্ষার সময় এক হাঁটু কাদা ঘাঁটতে হত না। কতবার আমাদের সদস্য উৎপল মার্জিতকে বললাম। কাজ হলনি। হবে কী করে? উনিতো পঞ্চায়েতের ভোটের পর আমাদের গাঁয়ে আসেননি।' সকল সরেন তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। পঞ্চায়েতের প্রধান কানাই ঘোষ বলেছেন, 'রতনপুরে যাওয়ার জন্য কোনো সরকারি রাস্তা নেই। ব্যক্তিগত জমি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। জমির মালিকরা জমি দিলে রাস্তা করে দেওয়া যাবে।' এক নেতা বললেন, 'বড় রাস্তার পাশে জয়গা দিতে চাওয়া হয়েছিল। ওরা আসেনি। বলল বড় রাস্তার পাশে অনেক ঝামেলা।' ঝামেলাতো এখানেও।

সরকারি সব সুযোগ সুবিধা এঁরা পান না। অনেক কিছু জানেনও না। জননী সুরক্ষা যোজনার কথাও অনেকে শোনেননি। তাই না পান প্রসবের আগে ভাতা, আর না পান হাসপাতালে প্রসবের সুযোগ।

সকল সরেনের স্ত্রী লক্ষ্মী সরেন ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন। পাড়ায় আর কেউ পাননি। তিন জন বার্দ্ধক্য ভাতা পান। সোম বিসরা, দাশু বিসরা, ময়নার মা বালেশ্বরী বিসরা।

খোলা আকাশ। তার তলায় উনুন জ্বলছে। পাড়ার ছোটরা এখন সেই উনুনের চারদিকে বসে পড়ছে। পাশাপাশি অনেকগুলি উনুন। ছোট ছোট লণ্ঠন জ্বলছে। এক লণ্ঠনে অনেক স্বপ্ন। ময়না বলে, এখন আমাদের পাড়ায় পড়ার খুব চল। কীভাবে হল? 'অল ইন্ডিয়া সানতাল এডুকেশন কাউন্সিল থেকে অলচিকি শেখানোর ব্যবস্থা করছে। কাছাকাছি একটা সেন্টার করেছে ওরা।' ময়না একথা বলার পর ফের যোগ করে, 'আসলে সাঁওতালি জাতি, ভাষা আমাদের আসল মা। বাংলা সতীন মা।' ততক্ষনে আমাদের সঙ্গী হয়েছে ময়নার মাধ্যমিক পাশ ভাই উকিল। সে আজ কান্দি এমপ্লয়মেন্ট এসেছে। অফিসে তার মাধ্যমিক পাশ যোগ করতে গেছিল। উকিল কথা বলায় পটু। আদব কায়দা অন্যরকম। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা আদিবাসী সার্টিফিকেট পাওয়া। জাতির সার্টিফিকেট চাইতে গেলেই পাঁচ পুরুষের জমির কাগজ পত্র চায়। জমি নেইতো, কাগজ পাব কোথা থেকে। অলচিকি শিখলে সার্টিফিকেট সহজে মিলবে। তাই অলচিকির সেন্টারগুলা ভাল চলছে।'

সাঁওতালদের বড় বড় সংগঠন আছে। এখানে নেই? জানতে চাই।

ময়না বলে, 'আমাদের লোকজন সংগঠন তৈরির বিষয়ে গেরাহ্য করে না। গ্রামে ফিকশন (দ্বন্দ্ব) আছে, কংগ্রেস সিপিএম এর।'

চার দিক আঁধার নেমেছে। ঘন কালো। ঝাঁকড়া একটা বড় গাছ। তার তলায় টিম টিম করছে একটা আলো।তার সামনে তিনটে মস্ত গোসাপ। পেট কাটা। এক বৃদ্ধ তার নাড়ি ভুঁড়ি কেটে বার করছেন। উকিল বলেছে, 'এর তেল নানারকম রোগ সারায়। দামে বিক্রি হবে। মাংসটা খাবে।' বৃদ্ধ কোনো কথা বলেন না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আদিবাসী পাড়ার অনেক কথা শুনছি। মন যা চায়, তাই বলছেন ওঁরা। একসময় বলেছি, কোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু আমরা করতে পারব না। আমাদের সে ক্ষমতা নেই। ময়না বলেছে, তাও কথা বলে মনটাতো হাল্কা হয়। এদিকে রাত্রি এসেছে। শেষ বেলায় ময়না বলেছে, আজ এখানে খেয়ে যান। বলি অন্য দিন হবে। রতনপুরকে বিদায় দিই। আল পথে ফিরছি। পাড়ার মোড়ল সোম বিসরা (৬৫) খারাপ পথটার সাথী হয়েছেন। বলেছিলেন, 'নেতারা তাকায় না আমাদের। আমরা শুয়োরের মত বাঁচি।'

শেষাংশ

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

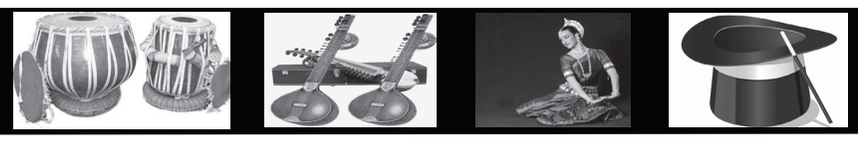

অরুণা বর্ধন স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১শে অক্টোবর 'জীবনানন্দ সভা' গৃহে অনুষ্ঠিত হল বাংলা শিক্ষা–সংস্কৃতি জগতের গরীয়সী জননী অরুণা বর্ধনের স্মরণ সভা। সহযোগিতায় ছিলেন 'জনসমুদ্র', 'বাঙালির মন', 'শিল্পমনন' পত্রিকা গোষ্ঠির সদস্য–সদস্যরা (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার তরফে সক্রিয় সহযোগিতা হিসাবে অনুষ্ঠানে আগাম ঘোষণা সূচক সংবাদ প্রকাশ করা হয়)। আর সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন 'শব্দের ঝংকার' ও 'অরুণা বর্ধন স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য–সদস্যাবৃন্দ।

প্রথম পর্বে ছিল প্রতিকৃতিতে মাল্য দান, নীরবতা পালন, স্মৃতিচারণা প্রভৃতি। এই পর্বের অনুষ্ঠান অত্যন্ত ভাব গম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয় 'জনসমুদ্র' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের দক্ষ সঞ্চালনায়।

মঞ্চে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র। বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দের আসন গ্রহণ করেন রেভারেন্ড প্রদীপ বিশ্বাস, 'চিকণ' পত্রিকার সম্পাদক 'মেঘনাদ দাস। 'খাস সমাচার'–এর সম্পাদক গোঁসাই চন্দ্র দাস, আশালতা মণ্ডল পন্ডিত। মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন অরুণা বর্ধনের সাথে মেদিনীপুরের মহিষাদলের সুস্থ সাহিত্য–সংস্কৃতি জাতের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত স্বপন কুমার দাস ('শিল্প মনন' পাক্ষিক সংবাদ ও সাহিত্য সমৃদ্ধ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ) ও পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'মনের মুকুর'এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা, প্রয়াতা গৌরী বসুরও স্মরণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ত্রয়ী প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ঋষিণ মিত্র। এই পুষ্পস্তবক প্রদানের ব্যবস্থা 'শিল্প মনন'–এর। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ সহ সভাগৃহে উপস্থিত সুধীবৃন্দ 'ত্রয়ীর' প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। 'জন সমুদ্র' সাহিত্য পত্রিকার সুদীর্ঘ পথ চলাকে অভিবাদন জানিয়ে 'ইদানীং' গোষ্ঠি সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত রসিক ও সবিতা বেগমের নেতৃত্বে। বিশেষ উল্লেখ্য, এবছর 'শিল্প মনন' পত্রিকার তরফে 'স্বপন কুমার দাস' স্মারক পদক প্রদান করা হল 'ইদানীং' গোষ্ঠিকে। 'আলিপুর বার্তা' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের বরিষ্ঠ সাংবাদিক দুর্গাদাস সরকার সহ প্রবীরকুমার সামন্তকে 'অরুণা বর্ধন' স্মারক পদক সম্মান প্রদান করা হল। 'গৌরী বসু' স্মারক পদক প্রদান করা হল 'চিকণ' পত্রিকার সম্পাদক 'মেঘনাদ দাস'কে।

এদিন অরুণা বর্ধনকে যাঁরা গানে গানে শ্রদ্দা জানালেন তাঁরা হলেন শরিৎকুমার জানা (অতি বরিষ্ঠ ব্যক্তি), অদিতি রায়, দেবযানী সমাদ্দার, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, দীপশিখা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অরুণা বর্ধনের শিক্ষা, সংস্কৃতি জগতে অবদানের কথা স্মরণ করে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অতি সমৃদ্ধ 'শ্রদ্ধা পত্র' পড়লেন 'শিল্প মনন' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণেন্দুশেখর দাস। মনোজিত দাস, সুখময় দাস, তনু দাস প্রমুখ কবিতার মাধ্যমে প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানান। গোড়ায় অনুষ্ঠানের শুরু হল তরুণ জাদুকর সাংবাদিক প্রিয়ম গুহের ফুলের জাদুর মাধ্যমে শাশ্বত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানালেন। পরের জাদুটির মাধ্যমে (সিল্কের ৪টি রুমালকে বহুবর্ণ বড় শিল্পে রূপান্তর) বার্তা পৌছে দিলেন সকলকে, 'আমরা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে আছি সবাই একসাথে'...

এদিন আরও স্মারক পদক সম্মান প্রদান করা হয় : 'গৌরী বসু/স্মারক দেওয়া হয় গোঁসাই চন্দ্র দাসকে। 'শিল্প মনন' সম্মান প্রদান করা হয় অর্ঘ রায় ও ঝুনু ভৌমিক ও সুখময় দাসকে। এই পর্বে স্মরণ সভার কথা মাথায় রেখেই এক অনবদ্য অণু গল্প 'আশ্রয়' পড়লেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। রম্য রচনার ধাঁচের লেখাটি শেষ হয় বিমর্ষতায়, হৃদয়ে মোচড় দেয়...

এদিন অনুষ্ঠানে ডাঃ রুপালি বিশ্বাসের 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার সাংস্কৃতিক সংখ্যার ও তাঁর ধর্মগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। পরিতোষ সামন্তের কাব্যগ্রন্থেরও উদ্বোধন হল।

'আলিপুর বার্তা' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের বিশেষ পরিচিতি দিলেন স্বয়ং সঞ্চালক, সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। 'শিল্প মনন' সাহিত্য পত্রিকার তরফে এদিন একটি বিশেষ 'স্মরণ' সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রেভারেন্ড প্রদীপ বিশ্বাস। প্রয়াত ত্রয়ীকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। প্রথম পর্বের উপসংহারে বলতে হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীতের কথা (প্রথমেই উল্লেখ করা উচিৎ ছিল) সোমনাথ মাইতির কণ্ঠে 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'–র অনবদ্য পরিবেশন – শ্রীমাইতিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'শিল্প মনন' পত্রিকার তরফে আয়োজিত বিজয়ার অনুষ্ঠান। এই পর্বে বহু কবি, লেখক, আবৃত্তিকার, সঙ্গীত শিল্পী অংশ গ্রহণ করে 'বিজয়া'কে উজ্জ্বল করে তুললেন। দক্ষ সঞ্চালনায় ছিলেন 'শিল্প মনন' পত্রিকার সম্পাদক, কবি স্বর্ণেন্দু শেখর দাস – বিজয়া উপলক্ষে পত্রিকার তরফে ছিল সকলের জন্য মিষ্টির প্যাকেট...

কাঁটায় কাঁটায় বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে রাত্রি ৯টায় শেষ হল – তখনও কিন্তু সভাগৃহের সব আসনই প্রায় পূর্ণ... বলতে হয়, 'আর কি কখনও করে, এমন সন্ধ্যা হবে'... নিশ্চয়ই হবে – ২০১৬–র এপ্রিলে শাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধনকে স্মরণ সভা একই উজ্জ্বল মাত্রায় হবে...

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

ব্যঙ্গমা

(সম্পাদক – অরুণোদয় ভট্টাচার্য / নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যা) – ব্যঙ্গ–সাহিত্য নির্ভর পত্রিকা এই সময়ে আর বেশী কিছু প্রকাশিত হয় বলে জানা যাচ্ছে না। রস–সাহিত্য সভা থেকে ব্যঙ্গমার ছাপা–র অক্ষরে প্রবেশ সেই অভাব দূর করতে অগ্রণী হয়েছে। পত্রিকার প্রথম দিকে রম্য রচনায় অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল লক্ষ্যভেদ করেছেন। হাসির গল্পে স্বয়ং সম্পাদক অরুণোদয় ভট্টাচার্য, রস পাষণ্ড, দীপ মুখোপাধ্যায় সফল। কবিতা ছড়াতে, অপূর্ব দত্ত, রণধীর কুমার দে, বিশ্বেশ্বর রায়, দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র, তারাশঙ্কর দত্ত প্রমুখ মাতিয়ে দিয়েছেন। মোহিত গুপ্ত (বড়দের রসের কথা) ও শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের (স্মরণীয় ভোজন পর্ব) লেখাদুটি আমাদের সমৃদ্ধ করে। চণ্ডী লাহিড়ী, রেবতিভূষণের কার্টুনের পুনর্মুদ্রণ বাড়তি পাওনা। (পত্রিকার ঠিকানা – ৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৯ / মুল্য ২০ টাকা)

কবিমন

(সম্পাদক – নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় / আশ্বিন ১৪২২ সংখ্যা) – বড়ো আয়তনের এই পত্রিকাটির নির্মাণ বরাবরের মতই ঝকঝকে। নিয়মিত কবিতা বিভাগের সংকলিত কবিতাগুলি মধ্যে দুর্বল কবিতা নেই–ই, আলাদা করে কারুকে চিহ্নিত করা নীতিগতভাবে অনুচিত হবে। অরুণোদয় ভট্টাচার্যের রচনাটি রসোতীর্ণ। অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাটি মূল্যবান। (পত্রিকার ঠিকানা – ৫ আনন্দ পল্লী, যাদবপুর, কল–৩২ / 9339101850)

শিল্প মনন

(অতিথি সম্পাদক – ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন /২০ অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যা) পূর্ব মেদিনীপুরের বিবিধ সংবাদের সাথে সাথে এই সংখ্যায় বিশেষ ক্রোড়পত্র রয়েছে মাঝের পাতায়। জনসমুদ্র পত্রিকার সম্পাদকের মমতাময়ী জননী অরুণা বর্ধনের স্মরণে প্রকাশিত হয়েছে একগুচ্ছ কবিতা।

অরূপ রতন

এছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতা। বিধান সাহা, তাপস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত দত্ত ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য–সংস্কৃতির নানান খবর রয়েছে। পাক্ষিক এই পত্রিকাটি জুড়ে বিজ্ঞাপনের আধিক্য পাঠকদের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। (পত্রিকার ঠিকানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর–৭২১ ৬২৮ / 9732558192 / ই মেল shilpamanan@rediffmail.com)

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ জানুয়ারি – ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬

সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)

যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।

বিকাল ৪টা – **একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৬

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বৈকাল–৪টায়।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

সুলতান বাগে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও লোকসংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবারের নেতড়ার সুলতান বাগ আদর্শ নবদয় সংঘ আয়োজন করল তিনদিনের 'সাংস্কৃতিক–ক্রীড়া ও লোক সংস্কৃতি উৎসব'। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে ছিল এলাকার শিশু শিল্পীদের আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত পরিবেশন, আমন্ত্রণমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা; রক্তদান শিবির, কবিগান, তর্জা ও বাউল গান। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় আমন্ত্রণ মূলক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দিয়ে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী সিগাসউদ্দিন মোল্লা, উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও বনাঞ্চলের কর্মাধ্যক্ষ তন্দ্রা পুরকাইত, ডায়মন্ড হারবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপ্না হালদার, শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ রাজ্জাক সেখ সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষজন। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শতাধিক মানুষজন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সাহেব ঘোষ জানান ''ব্লাডব্যাঙ্কে শীতকালীন রক্ত শূন্যতা মেটাতে আমাদের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এলাকায় সুষ্ঠ সংস্কৃতি ও লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রতিবছর আমরা এই অনুষ্ঠান চালিয়ে নিয়ে যাব।'' এই মঞ্চ থেকেই এলাকাবাসীকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ডাক দিলেন গিয়াস মোল্লা ও দীপক হালদার। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় পরিবেশিত হয় বৃন্দাবন দাস বাউল ও সম্প্রদায়ের প্রশংসনীয় বাউল গান।

শব্দ কিরণের নবমবর্ষ পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৩ জানুয়ারি, ১৬ জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই থেকে প্রকাশিত সমৃদ্ধ ওই মাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দ কিরণের নবমবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পত্রিকার বইমেলা সংখ্যার প্রকাশ ঘটবে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তীর গল্প সংকলন ও অন্যান্য আরও কয়েকজনের গ্রন্থ। এর সঙ্গে থাকবে গল্প, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি। আরও থাকবে জাদুজগতে নবাগত ক্ষুদে জাদুকর ব্রতর কিছু জাদু। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় রয়েছেন পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলী সহ সংগঠনের সবাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

জীবন দর্শন

অথাতো ভক্তি ব্যাখ্যাস্যামঃ

ভক্তি বলতে কি বোঝায়, তার স্বরূপ কেমন, তা কিভাবে লাভ করা যায়। তা লাভ করলে জীবের কি গতি হয় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে ভক্তি সম্পর্কে যে সকল ভাষ্য নিবন্ধ আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

১) ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেম স্বরূপা–

এখানে সা শব্দের অর্থ ভক্তি, কস্মৈ মানে ঈশ্বরের প্রতি। পরম প্রেমস্বরূপা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ঐকান্তিকভাবে পরমভাবে প্রেম স্বরূপা। জড় জগতের প্রেম তার বেশির ভাগ দৈহিক ও জড় বাস্তর আদানপ্রদানের মাধ্যমে তৈরি হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম ভক্তি তা জড় আদানপ্রদান ছাড়াই হতে পারে। তাই এটা ঐকান্তিক। ভগবানকে ভালবাসলে তবেই মানুষকে ভালবাসা যায়। শিবজ্ঞানে জীব সেবা মানে আগে সত্যম শিবম সুন্দরকে সেবা করা জানতে হবে তবেই আপনি প্রকৃত জীবসেবা করতে পারবেন।

২) ওঁ সা কস্মৈ অমৃত স্বরূপা–

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অমৃতের সমান। যা মধুর থেকেও সুমধুর – যা পান করলে শুধুই পান করতে ইচ্ছা হয়। ভগবানের ভক্তিরস পান করলে আর কোনও জড় জাগতিক রস পান করার আশা থাকে না – তাই অমৃতস্বরূপা।

৩) ওঁ যল্লব্ধা পূমান সিদ্ধো ভবতি, অমৃত ভবতি, তৃপ্তো ভবতি–

এই ভক্তি লাভ করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে, অমৃত লাভ করে, পরম তৃপ্তি লাভ করে।

ভক্তি উদয় হলে মানুষের আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। মুক্তি তৃপ্তি আপনি থেকেই আসে। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ হলে ব্যক্তি পরমানন্দ লাভ করে, তার ইহলোকে অন্য কোনও জড় সুখ বাসনা হয় না।

৪) ওঁ যৎ পাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি

ন দেষ্টি ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রাপ্ত হলে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি জন্মালে মানুষের আর কোনও কিছু পাইতে ইচ্ছা করে না। কোন জড়বস্তু না পাবার বা হারাবার জন্য শোক করে না, কারও প্রতি বিদ্বেষ করেন না, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ছাড়া কারও প্রতি অনুরক্ত হয় না বা কোনও বিষয়ে অতি উৎসাহ প্রকাশ করেন না – ভক্তিসুত্রের এই কথা শ্রীমদভাগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগে ১২/১৭ শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ।।

যিনি তার প্রিয় বস্তু পেলে আনন্দিত হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভ অশুভ সকল প্রকার জড় কর্মের উর্দ্ধে সেই ধরনের ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয় ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তার নামাষ্টকমে ভক্তির বিষয়ে বলছেন–

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

আমি ধন, জন, যৌবন বা সুন্দরী চাই না, হে কৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করো।

শঙ্করাচার্য জগন্নাথদেবের স্তব করছেন এই প্রার্থনা করে যে

ন বৈ প্রার্থং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেহহং রম্যাং সকলজন কাম্যাং বরবধূম।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীত চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।

আমি রাজ্য চাহিনা, স্বর্ণ মণিমানিক্য চাহি না কেবল এই চাহি, মহাদেব সর্বক্ষণ যার চরিত্র গান করে ধ্যানে মগ্ন থাকেন সেই জগন্নাথদেব সদা সর্বদা যেন আমার নয়ন পথের পথিক হউন। আমার চোখ যে দিকে ধায় জগন্নাথ দেব যেন সেখানে বিরাজমান থাকেন – ভক্তি লাভ হলে সত্যই আর জড় জগতে আর কিছুই পেতে ইচ্ছা থাকেনা।

৫) ও যজ্ঞানাম্মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি।।

এই ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলে মানুষ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায় তার আর জড় জগতে কোন বিষয় জানার আগ্রহ থাকে না। সব স্তব্ধে হয়ে যায়। আর আপনার মধ্যে তিনি পরমানন্দ উপভোগ করেন। আত্মারাম ভবতি।

প্রত্যেকটি জীবের চরম লক্ষ্য বস্তু হল আনন্দলাভ। সর্বদা আনন্দে থাকবো, দুঃখ যেন জীবনে না আসে। কিন্তু দুঃখ যে না চাইলেই আসে। কেন?

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে –

অধর্ম প্রভবং চৈব দুঃখ যোগং শারিরীনম্।
ধর্মার্থপ্রভবং চৈব সুখ সংযোগমক্ষয়ম।।

ভগবৎ বিমুখ আচরণ হল অধর্ম। শরীরের সকল দুঃখের কারণ। ভগবৎ সেবা হল ধর্মাচারন। তার প্রভাবে আমাদের জীবনে সকল সময়ে সুখ ও আনন্দ আসবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভক্তি লাভ হলে কি হয় তা কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া হলো – কিন্তু ভক্তি কিভাবে লাভ করা যায়, তার প্রকৃত রূপ কেমন তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্তুষ্টি বিধান করাই হল ভক্তি।

পিতা যেমন চায় তার সন্তান তার কথামত চলুক। তাহলে তিনি খুশিও হবেন সুখীও হবেন। ঠিক আমাদের পরম পিতা চান তাঁর সন্তানরা যে তাঁর নির্দেশিত পথে চলেন তাহলে তিনি খুশি হবেন। তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের নাম ভক্তি।

২) তার নাম করলে যদি আমাদের আনন্দ হয় সেটা ভক্তি। ভগবানের দিব্য নামে যদি আনন্দ হয়, যদি হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। নচেৎ নয় তার নাম মানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র –

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্রের গানে আনন্দ উপভোগ করা হল ভক্তি।

৩) ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তি।

তার নাম স্মরণ করলে তাকে ডাকলে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। এই ভাবনাই ভক্তি। যেগুলি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ আরও অনেক ভক্তগণ তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছিলেন। ভগবান এই বিষয়ে দুটি বিভিন্ন শ্লোকে তার ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে – গীতা ৯/২২

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।

পূর্ণ ভক্তি সহকারে অন্যন্যচিত্তে যাঁরা সর্বদা আমার উপাসনা করবে, আরাধনা করবে, আমি তার সকল ভার গ্রহণ করি।

গীতায় ১৮/৬৫ ভগবান বলছেন –

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রজানে প্রিয়োহসি মে।।

তোমবার চিত্ত আমাতে অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, আমাকে নমস্কার করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আমার প্রিয় হবে ও আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

এভাবে ভগবান আমাদের কাছে অর্থাৎ ভক্তের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তিনি সর্বদা ভক্তকে রক্ষা করবেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম হল ভগবদ্ভক্তি।

৩) ভগবানকে জানার আসক্তির নাম ভক্তি। এই বিশ্ব সংসার কে সৃষ্টি করলেন? আমি কে? মৃত্যুর পর আমার গতি কি? এই সকল নানান প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি মারলে তখন ভগবানকে জানার আগ্রহ আসবে, আর তার নাম ভক্তি।

৪) শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণের আগ্রহ হল ভক্তি – ভগবৎ কথামৃত, গীতার কথা যেখানে হয় তার শ্রবণের আগ্রহ বা শ্রবনের ফলে মনে আনন্দের ভাবই হল ভক্তি।

৫) সদা সর্বদা ভগবৎ ভজনই হল ভক্তি।

৬) বিষয় বাসনা রহিত ভগবৎ সেবা হল ভক্তি।

নৃসিংহমূর্ত্তিতে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হিরণ্যকশ্যিপুকে হৃদয় বিদারণ করলেন তারপর নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর চাইতে বলেছিলেন। প্রহ্লাদ তাতে বলেছিলেন, প্রভু আমি তো ব্যাপারী নই। যে আপনার কাছে কিছু জড় বস্তু চাইব, আমি শুধু তোমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি চাই। আর কিছুই না – অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ভক্তি হলেই আপনার কাছে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ভোগ্যবস্তু আপনার পদতলে আশ্রয় নেয়।

৭) সদা সর্বদা ভগবানের চিন্তার নাম ভক্তি।

ভগবানের কত শত দিব্য লীলা পরিব্যপ্ত আছে সেই সব চিন্তা করতে করতে দিন কাটে এটাও ভক্তি। চিন্তয় মম মানস হরি চিন্তয় নিরন্তর।

৮) বিষয় বাসনা রহিত ভাবে ভগবৎ সেবাই হল ভক্তি। মা যখন তার শিশুটিকে যত্ন করে, তার সকল দায়ভার থাকে মায়ের কাছে। মা সন্তানের কাছে কিছুই চায় না তার লক্ষ্য আমার সন্তান যেন ভাল থাকে। সেই ভাবে তিনি সন্তানকে সেবা করেন। ভগবৎ সেবা ঠিক তেমনটি হওয়া উচিত। তার কাছে কিছুই না চেয়ে শুধু প্রেম ভালবাসা দিয়ে তার সেবা করলে আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

সবশেষে প্রহ্লাদ মহারাজের নববিধা ভক্তির কথা দিয়ে শেষ করছি। ভক্তির নটি অঙ্গ যে কোনও একটিকে অবলম্বন করে আপনি ভক্তি মার্গের পথ ধরতে পারেন –

শ্রবনং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম।
অর্চনং, বন্দনং, দাস্যং, সখ্যমাত্মনিবেদনম।।

শুধু ভগবানের নাম শ্রবণ – তাঁর নামকীর্তন – তাঁকে স্মরণ – তাঁর পাদসেবন – তাঁর স্তুতি – তাঁর পূজা – তাঁর চাকর ভেবে তাঁর কথা শোনা – নিজেকে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভক্তি পথে হাটলে সুখে থাকা যায়। হরে কৃষ্ণ।

অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ সিরিজ

টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন যুবরাজের

কমল নস্কর

দলে ফিরলেন যুবরাজ সিং। এমন একটা সময় অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলের সওয়ারি হতে চলেছেন তিনি যখন সকলে মনে করেছিল তাঁর কেরিয়ার একরকম

শেষ। অথচ এখান থেকেই কামব্যাক করলেন যুবি। বিয়ের ফুল ফোটা মাত্রই যুবরাজের জীবনে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে মনে হতে বাধ্য এর পিছনে তাঁর ভাবী স্ত্রী-র লেডি-লাক ব্যাকভাবে কাজ করেছে। যদিও অতি দ্রুত সংক্ষিপ্ত হতে বসা যুবরাজের যে ভারতীয় ক্রিকেটকে দেওয়ার মতো অনেক কিছুই অবশিষ্ট বলে মনে করতেন দেশের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের এক বড় অংশ। যার মধ্যে অবশ্যই পড়েন যুবির অতি প্রিয় 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলার মহারাজের ক্যাপ্টেনশিপেই উত্থান ঘটে ভারতীয় ক্রিকেটে উল্কার মতো ছেয়ে থাকা যুবরাজের। টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-২০ সবেতেই তাঁর পারফরমেন্স ছিল দেখার মতো। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত ২০১১ তে যে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে তার ম্যান অফ দ্য সিরিজের নাম ছিল যুবরাজ সিং। অনেকটা ১৯৮৩-র প্রুডেনশিয়াল কাপ জেতার সময়ে কপিলের দলের হয়ে মহিন্দর অমরনাথ যে ভূমিকা নিয়েছিলেন ধোনির টিম ইন্ডিয়াকে বিশ্বজয়ী করতে একই ভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যুবি। এহেন যুবি যেভাবে ভারতীয় দলের কক্ষপথ থেকে দীর্ঘদিন বাইরে চলে গিয়েছিলেন তার জন্য অসুস্থতার চেয়েও ধোনির বদান্যতাকে ইশারা করেছেন অনেকেই। বিশেষ করে যুবির পিতা যোগরাজ সিং তাঁর পুত্রের প্রতি উদাসীনতার জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকেই। যুবরাজ পরে তা খন্ডন করলেও সেভাবে জোরালো প্রতিবাদ তুলে ধরেননি। সৌরভ লবির প্লেয়ার হওয়ার জন্য তাকে এবং হরভজন সিংকে চরম বৈষ্যমের শিকার হতে হয়েছে বলেও মনে করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের হয়ে দুটি দল ঘোষিত হয়েছে। একটি একদিনের সিরিজের জন্য। এবং অপরটি টি-২০ সিরিজের। প্রথম দলে জায়গা হয়নি যুবরাজের। তিনি স্থান করে নিয়েছেন টি-২০ দলে। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই ধোনির দলে এই অলরাউন্ডার তারকার অন্তর্ভুক্তি বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সৌরভ তো নিজের চমকে যাওয়ার কথা অকপটে বলেও ফেলেছেন। আসলে ধোনির দলে এভাবে তিনি ফিরবেন তা ভাবাই যাচ্ছিল না। অবশ্য দলে ফিরলেই চলবে না। যুবরাজকে মাথায় রাখতে এই সফরে ব্যর্থতা মানেই ফের প্যাড-গ্লাভস গুটিয়ে রাখার পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। এমতাবস্থায় এক-দুটি ম্যাচ জেতানো ইনিংস বা বল হাতে সাফল্য যুবির কেরিয়ারকে লম্বা করে তুলতেই পারে। টি-২০-র পাশাপাশি একদিনের দল এবং টেস্ট দলেও ধাপে ধাপে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে যুবরাজের।

আসলে যুবির এই প্রত্যাবর্তনের পিছনে ভারতীয় বোর্ডে ক্ষমতার বৃত্ত পালটে যাওয়াও একটা বড় কারণ বলে মনে করছেন অনেকেই। এই অংশের মতে শ্রীনিবাসন যখন ভারতীয় ক্রিকেট তথা বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ কর্তা ছিলেন তখন ধোনির কথাই ছিল ভারতীয় দলে শেষ কথা। মাহির পছন্দের প্লেয়াররাই জায়গা করে নিতেন সহজে। শ্রীনির জমানা শেষ হওয়ার পর থেকেই এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব খুইয়েছেন ধোনি। ফলে তাঁর অপছন্দের খেলোয়াড়রা ক্রমেই দলে স্থান পাচ্ছেন।

তাছাড়া ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির এই মুহূর্তে ভারতীয় বোর্ডের ওপর একটা আলাদা প্রভাব রয়েছে। এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে ডালমিয়ার প্রয়াণের পর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের দায়িত্বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চলে আসা। বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসকদের সঙ্গে সৌরভের দহরম মহরম যথেষ্টই। তাই যুবির এতদিন পরে জাতীয় দলে ফেরার পিছনে বাংলার মহারাজের অবদান থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। ধোনির পক্ষে এখন যুবরাজকে মেনে নেওয়াটাই শ্রেয় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আর এর ওপর দুটি-একটা বিস্ফোরক ব্যাটিং যদি যুবি দেখাতে পারেন তবে অনেক কিছুই অদল বদল ঘটতে পারে। কোহলির টেস্ট টিমের যুবরাজ সহজে আসীন হতে পারেন। অর্থাৎ ২০১৬ তে ভারতীয় ক্রিকেট অভিজ্ঞতার হাত যে ধরতে চাইছে তা এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট।

হাবাসকে নিয়ে টানাটানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবাসের গোয়ার্তুমি না চেন্নাইয়ানের সুনামি, কার জন্য দ্বিতীয় আইএসএল-এ কলকাতার রথ থেমে গেল তা নিয়ে এখন শীতের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। এমনিতে হাবাস যে খারাপ কোচিং করিয়েছেন তা মোটেই নয়। বরং অ্যান্তেনিও লোপেজ হাবাসের জাদুকাঠিতেই প্রায় তলিয়ে যেতে যেতেও এটিকে এই মরসুমেও ঘুরে দাঁড়ায়। শুধু ঘুরে দাঁড়ানোই নয়, কলকাতার দলটি এবারের আইএসএল অন্যতম সেরা দল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাও হাবাসের কিছু গোয়ার্তুমি বা ইগোকে ফুটবল সমালোচকরা কাঠগড়ায় তুলছেন প্রথম লেগ সেমিফাইনালে কলকাতার ব্যাপক ভরাডুবির জন্য। তাই দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে এবং গ্রুপ লিগের দুটি ম্যাচ মিলিয়ে তিন-তিনবার চেন্নাইকে উড়িয়ে দেওয়ার পরেও শুধুমাত্র পুনেতে প্রথম লেগের সেমিতে ০-৩ হারটাই কাল হয়ে গেল কলকাতার জন্য। যার জন্য সারা টুর্নামেন্ট দাপিয়ে বেরিয়েও হার স্বীকার করতে হল অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতাকে।

কলকাতাকে হারিয়ে ওভাবে ফাইনালে ওঠার পর রক্ষণবিভাগ থেকে শুরু করে হাজারো ঝামেলা সামলেও গোয়াকে ফুৎকারে উড়িয়ে কাপ ঘরে তুলল চেন্নাই। হাবাসের গুসসা সেজন্য তো থাকবেই। তবে সুখের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ গোটা এটিকে ম্যানেজমেন্ট হাবাসের কৃতিত্বকে খাটো করছেন না একেবারেই। এক ম্যাচের ব্যর্থতার জন্য কোচকে দায়ীও করছেন না। সামনের আইএসএল-৩-এ এই স্প্যানিশ কোচকে ধরে রাখার জন্য এখনই আসরে অবতীর্ণ হয়েছে কলকাতার ম্যানেজাররা। এখানেই অবশ্য অন্য একটা দিক ভাবাচ্ছে কলকাতাকে। বিশেষ করে পুনে এবং মুম্বই হাবাসকে পরের মরসুমে পাওয়ার জন্য যে অঙ্কের টাকা নিয়ে ঝাঁপাচ্ছেন তা কলকাতার হৎচাপ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। হাবাস পেশাদার কোচ। নিয়ম মতো যেখানে তিনি বেশি অর্থ এবং সুযোগসুবিধা পাবেন সেখানেই তাঁর যাওয়ার কথা। এখানে অবশ্য মিতব্যয়ী হাবাস ব্যতিক্রম হয়ে উঠতেই পারেন। ইতিমধ্যে আবার রাজ্য থেকে সাংসদ নির্বাচিত এবং অতীতের দিকপাল তারকা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় স্টিভেন কনস্টানটাইনের জায়গায় কোচ করতে চাইছেন হাবাসকে। যা নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা জুড়েছে এই বিতর্কে।

আইনরক্ষক ও গণমাধ্যমের ফুটবল

বৈশালী সাহা, হাওড়া : সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সুসম্পর্ক তৈরি করার জন্য হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে হাওড়া শিবপুর পুলিশ লাইনের মাঠে ১৭ ডিসেম্বর হাওড়া প্রেসক্লাবের সাথে আয়োজিত হলো একটি ফুটবল ম্যাচ। উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি দেবাশিস দাস, প্রেসিডেন্ট সুনীত হালদার, ইনটালিজেন্স ব্যুরো রাজ কানোরিয়া, ডেপুটি কমিশনার সুমিত কুমার কমিশনার ও পুলিশ অফ সিটি দেবেন্দ্র প্রসাদ সিং।

ভীষণই উত্তেজনার সাথে এই ফুটবল ম্যাচ সম্পন্ন হয়। যার আনন্দ দর্শককে পরিপূর্ণতা দিয়েছে এবং সকলের কাজের মাঝে তাদের শৈশবকেও ফিরে পেতে ফুটবল ম্যাচটি প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও খুবই সাহায্য করেছে। যদিও ফলাফল হয়েছে গোলশূন্য ড্র। মাঠে অসম্ভব উত্তেজনার কারণবশত ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ কমিশনার নিজে মাঠে উপস্থিত ছিলেন এবং এদের প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে খেলাধূলার সীমা পরিধি যে এত বিস্তৃত তা ভাবনার অতীত থাকে। সাংবাদিকদের সারাদিনের সংবাদ সংগ্রহের ফাঁকে পার্থ পালের মতো বিপক্ষের আক্রমণ থেকে গোল বাঁচানোও কম মাত্রা আনে না। কাজের ফাঁকে যে খেলাধুলা মানুষকে বৈষম্যতা, বয়সসীমা উচ্চপদ-নিম্নপদ থেকে দূরে সরিয়ে কতটা কাছাকাছি আনে তারই বার্তা আনে এই অভিনব উদ্যোগ। খোলাধূলাই মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে সমস্ত কার্যসাধনেও সাহায্য করে সমাজকে।

নামখানায় সুন্দরবন কাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি শেষ হল নামখানা সুন্দরবন কাপ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন থানায় এই সুন্দরবন কাপ শুরু হয়। চলতি মাসের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর ৩ দিন ধরে এই কাপের আয়োজন করে নামখানা থানা। নামখানা চন্দ্রনগর স্টেডিয়াম মাঠে এই কাপের উদ্বোধন করেন নামখানা বিডিও অমৃতা রায় বর্মন। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিল নামখানা থানার ওসি সঞ্জয় কুমার দে, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী ও আরও অনেকে। মোট ৩২টি টিমের খেলা হয়। এদিন খেলা চলাকালীন খেলার মাঠে উন্মাদনায় ছিল ভরপুর প্রত্যেক দিনই উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও নামাখানা থানার পুলিশ। সুন্দরবন অঞ্চলে বহু এলাকা থেকে মানুষ এসেছিল এই খেলা দেখতে। এই সুন্দরবনের কাপের রানার টিম হয় আদিবাসী উদয়ন সংঘ ও বিজয়ী দল হয় নামখানা প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড। এদিন বিডিও সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। নামখানা থানার ওসি বলেন, খেলাধুলা আমাদের প্রত্যেকের দরকার আগামী দিনে আরও এই খেলার প্রসার ঘটুক আমি এই কামনা করি।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

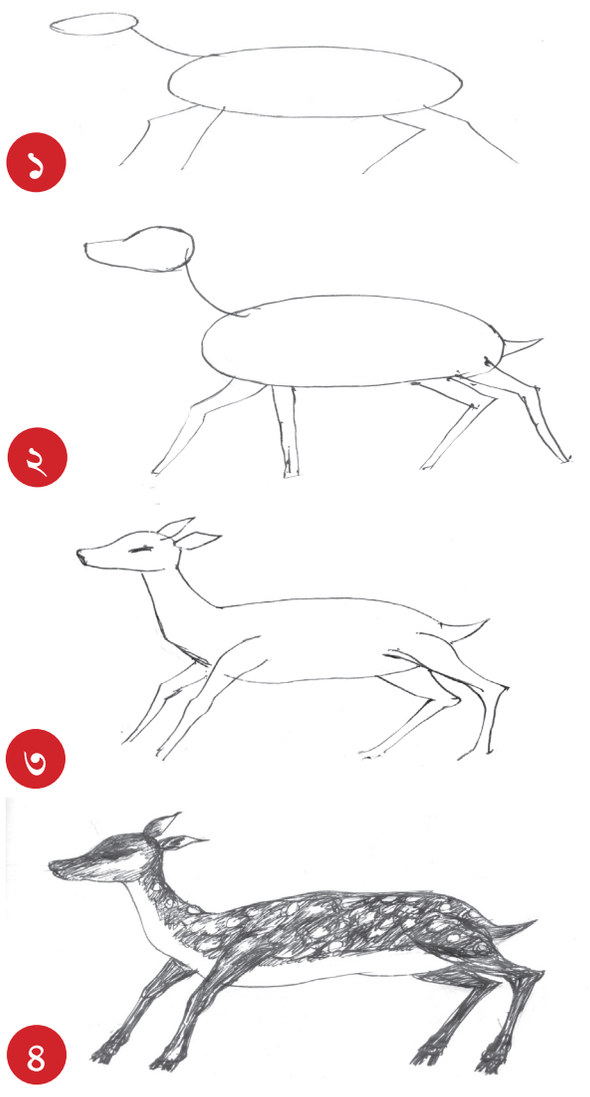

বড়দিনের গিফট

অশোকেশ মিত্র

সামনেই বড়দিন। কাজেই চার থেকে ছয়ের দুষ্ট-মিষ্টির দল দাদুকে ঘিরে ধরে বড়দিনের গিফটের জন্য বায়না করে।

দাদু বলেন — একদিন পরই ২৪ ডিসেম্বর, খ্রিস্টমাস ইভের রাতেই তোমাদের সবার প্রিয় সান্তা আঙ্কল সাদা বর্ডার দেওয়া লাল রঙের ড্রেস আর মাথায় লাল টুপি পড়ে — ডাসের, ড্যান্সার, প্রান্সের, ভিক্সেন, কমেট, কিউপিড, ডোনার, ব্লিটজেন ও রুডলফ এই নয়টি

বলগা-হরিণে টানা গাড়িতে চেপে তোমাদের কাছে আবেদন রাখবেন। তারপর কাঁধের ঢাউস ব্যাগের ভিতর থেকে সুন্দর সুন্দর গিফট বের করে কেবলমাত্র ভাল ছেলেমেয়েদেরকে দেবেন। যারা দুষ্টু তাদেরকে চারকোল দেবেন। একথা শুনেই সবুজ দল একযোগে বলে ওঠে — আজ থেকেই আমরা সবাই ভাল হয়ে থাকব বড়দের কথা শুনব মন দিয়ে লেখাপড়া করব।

ধাঁধা

লাবনী মান্না

একটি মেয়ের নাম চারু। সে স্বপ্ন দেখলো যে, সে একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করেছে। সে বাড়িটার নাম দিল তার নিজের নামে, 'চারু ভবন'।

মেয়েটি রোজ সকালে জলখাবার হিসাবে টোস্ট, কলা, ডিম সেদ্ধ আর সন্দেশ খেতো।

মেয়েটির স্বপ্নের বাড়িটির নাম আর রোজ সকালে সে জলখাবার হিসাবে যে খাদ্য বস্তুগুলি খেতো, তার মধ্যে কোনও একটি খাদ্যের নাম জুড়লে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় — সেই নামটি কি?

উত্তর আগামী সংখ্যায়

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

দীপাঞ্জন পাল্লাই, বিশেষ ছাত্র, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com